। । পাওয়া যাচ্ছে। ।
আদাবে জেন্দেগী
পথের সম্বল
পবিত্র কুরআন
ইসলামিক বুক সেন্টার
ফোন ঃ ০৩৩-২২৪৯ ০৯৮৭

MIJAN
মীযান
সা প্তা হি ক
RNI Regd. No. 30196/1991

। । পাওয়া যাচ্ছে । ।
তরজমা-এ-কুরআন
ইসলামিক বুক সেন্টার
ফোন: ০৩৩ ২২৪৯ ০৯৮৭

৪৮ বর্ষ ▸ ৩৫ সংখ্যা ▸ ৬ জুন ২০২১, রবিবার ▸ ২২ জৈষ্ঠ, ১৪২৮ ▸ ২৪ শওয়াল, ১৪৪২ হিজরি ▸ মূল্য- ৫ টাকা ▸ Vol 48, Issue 35, 6 June 2021 ₹- 5.00

মুসলিম অধ্যুষিত লাক্ষাদ্বীপ হিন্দুত্ববাদের নিশানায়

মুফতি মাহমুদুল হোসাইন কাসেমী
গবেষক গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়



■ **ভৌগোলিক অবস্থানঃ** লক্ষদ্বীপ বা লাক্ষাদ্বীপ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে ২০০ থেকে ৪৪০ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে লাক্ষা সাগরের মালাবার উপকূলে অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ। যদিও এই অঞ্চলটি লক্ষদ্বীপ নামে পরিচিত, কিন্তু এটি কেবল ভৌগোলিকভাবে এই দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্রীয় দ্বীপ সমূহের নাম। লক্ষদ্বীপ এর অর্থ সংস্কৃত এবং মালায়ালাম ভাষায় এক লাখ দ্বীপ। ৩২ বর্গ কিলোমিটার (১২ বর্গমাইল) আয়তনের লক্ষদ্বীপ হলো ভারতের সবচেয়ে ছোট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কেরালা রাজ্যের নিকটে অবস্থিত এই লক্ষ্য দ্বীপের রাজধানী কাভারাত্তি। সমগ্র অঞ্চলটি একটি জেলা ও ১০ দশটি মহকুমায় বিভক্ত ও পরিচালিত এবং এটি কেরালা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত রাধিকার এর অন্তর্গত। দ্বীপপুঞ্জের আগাটি দ্বীপের একটি বিমানবন্দর দ্বারা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযোজিত হয়েছে।

■ **জনবসতি ও ধর্মঃ** সম্ভবত সপ্তম শতকে এই অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং এখানে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগে এই অঞ্চলটি চোল সাম্রাজ্য এবং কান্নুর এর রাজ্য দ্বারা শাসিত ছিল। ক্যাথলিক পর্তুগীজদের এখানে আগমন হয় ১৪৯৮ সালে, পরে ১৫৪৫ সালে দ্বীপটি থেকে তাদেরকে বহিস্কৃত করা হয়। এরপর অঞ্চলটি প্রথমে আরক্কালের মুসলিম হাউস এবং তারপর টিপু সুলতান দ্বারা শাসিত ছিল। ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলটির অধিকাংশই ব্রিটিশদের হাতে যায়। ব্রিটিশদের প্রস্থানের পর ১৯৫৬ সালে দ্বীপপুঞ্জ একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পায়। বর্তমানে লক্ষদ্বীপ এর দশটি দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, এই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলটির জনসংখ্যা ৬৪,৪৭৩ জন। এর বেশির ভাগ জনগণ কেরালার মত মালায়ালাম ভাষা এবং জেসেরী নামক একটি মালেআলম উপভাষা ব্যবহার করে। অঞ্চলটির সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাচীন জনগণ ইসলাম (সুন্নি) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে অধিকাংশ (৯৬.৫৮ শতাংশ) লোক ইসলাম ধর্ম পালন করে। এছাড়া হিন্দু (২.৭৭ শতাংশ), খ্রিষ্টান (০.৪৯ শতাংশ), বৌদ্ধ (০.০২ শতাংশ), জৈন (০.০২ শতাংশ), শিখ (০.০১ শতাংশ) ধর্মাবলম্বীরা এখানে বাস করে।

■ **প্রশাসনঃ** লক্ষদ্বীপ এর সমগ্র অঞ্চলটিকে নিয়ে একটি জেলা গঠন করা হয়েছে। জেলাটি ভারতের সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত হয়। জেলাটিকে দশটা মহকুমায় ভাগ করা হয়েছে। একজন ডেভলপমেন্ট কমিশনার দ্বীপপুঞ্জের জেলা প্রশাসনের কাজকর্ম, রাজস্ব, ভূমি বন্দোবস্ত, আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি কাজের তদারকি করেন। লক্ষদ্বীপ এ ভারতীয় সংসদের নিম্ন সদন লোকসভার একটি আসন আছে। বর্তমানে জাতীয় কংগ্রেসের মোহাম্মদ ফয়সাল এখানকার নির্বাচিত সাংসদ।

■ **সাম্প্রতিক হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র ও প্রফুল কোডা প্যাটেলঃ**

প্রফুল কোডা প্যাটেল হলেন গুজরাটের জনৈক আরএসএস নেতার পুত্র, বিজেপি নেতা ও গুজরাটের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (২০১০ থেকে ২০১২পর্যন্ত), যিনি ২০০৭ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে রোড কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতেন। সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারীদের রোড কন্টাকটার কে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৬ সালে যাবতীয় নিয়মকানুন সিকে তুলে একজন আই এ এস অফিসার পদে দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দামান ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করে। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তথাকার নির্দল সংসদ দেলকরকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও প্রখ্যাত আইএএস অফিসার কান্নন গোপিনাথান কে চাপ সৃষ্টি করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে।

■ **লাক্ষাদ্বীপ কে কাশ্মীরে পরিণত করার ষড়যন্ত্রঃ** ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দুটি পাশাপাশি প্রফুল কোডা প্যাটেলকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করে,

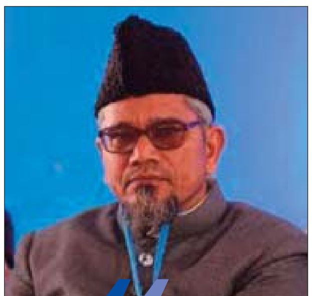
▸ *এরপর তিনের পাতায়*

লাক্ষাদ্বীপ সরকারের জারি করা আইন একেবারেই অগণতান্ত্রিকঃ জামাআত

মিযান ডেস্কঃ কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রের শাসনাধীন লাক্ষাদ্বীপে নতুন আইন জারী করেছে। এই আইনকে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে জামাআতে ইসলামী হিন্দ। উল্লেখ্য, লাক্ষাদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি রেগুলেশন ২০২১ নামে আইন জারি করা হয়েছে। জামাআতের সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সেলিম প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, এই আইন বলে জনস্বার্থের দোহায় দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দ্বীপের উন্নয়ন ও খনির কাজের কথা বলে সম্পত্তি নিয়ে নেবার অধিকার সরকার লাভ করবে বলা হয়েছে। যেকোনো জমি দখল এবং তা বহুজাতিক কোম্পানিকে হস্তান্তর করতে পারবে সরকার এই ভয় সৃষ্টি হয়েছে নাগরিকদের মধ্যে। খনি দখল এবং বড় বড় রাস্তা তৈরির নামে আসলে প্রকৃতির ভারসাম্য এতে নষ্ট হবে। এই অগণতান্ত্রিক আইন বলে বহুজাতিক গোষ্ঠীগুলি ট্যুরিজমকে বাড়াবে আর এতে দ্বীপের নাগরিকদের উন্নয়ন ও কল্যাণ আসলে হবে না।

লাক্ষাদ্বীপে মাত্র ৭০ হাজার লোক বাস করে। গুন্ডা দমন আইন তথা লাক্ষাদ্বীপ সমাজ বিরোধী প্রতিরোধ কার্যকলাপ আইন নিয়ে এসেছে প্রশাসন।

▸ *এরপর তিনের পাতায়*



“এই আইন বলে জনস্বার্থের দোহায় দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দ্বীপের উন্নয়ন ও খনির কাজের কথা বলে সম্পত্তি নিয়ে নেবার অধিকার সরকার লাভ করবে বলা হয়েছে। যেকোনো জমি দখল এবং তা বহুজাতিক কোম্পানিকে হস্তান্তর করতে পারবে সরকার এই ভয় সৃষ্টি হয়েছে নাগরিকদের মধ্যে। খনি দখল এবং বড় বড় রাস্তা তৈরির নামে আসলে প্রকৃতির ভারসাম্য এতে নষ্ট হবে।

শাহ্ আব্দুল হান্নানের দাফন সম্পন্ন

মিযান ডেস্কঃ দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব শাহ্ আব্দুল হান্নানের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। তিন দফা জানাজা শেষে তাকে রাজধানীর শাহজাহানপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। ২ রা জুন তিনি ইন্তেকাল করেন। তার পরদিন জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়

বাদ জোহর তার প্রথম নামাজে জানাজা হয় ধানমন্ডি ঈদগাহ মসজিদ মাঠে। দ্বিতীয় জানাজা হয় সিপাহীবাগে তার বাসার সামনে বিকেল সাড়ে ৩টায়। এরপর তৃতীয় জানাজা হয় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বাদ আসর।

বাদ জোহর ধানমন্ডি ঈদগাহ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মরহুমের প্রথম জানাজায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি), সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট প্রমুখ।

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে মরহুমের নিজ বাসভবনের সামনে দ্বিতীয় জানাজা বেলা ৩টার দিকে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া তৃতীয় জানাজা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে অনুষ্ঠিত হয় বাদ আছর। ▸ *এরপর তিনের পাতায়*

jihwb.org | covid19help.jihwb.org | jamaatwb@gmail.com
আপনার সাহায্য প্রয়োজন
Needs your Help
করোনা সংক্রমন মহামারী প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা ও বিপদগ্রস্থ মানুষদের জন্য জরুরী রিলিফ আবেদন

জামাআতে ইসলামী হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ শাখা তার সীমিত সার্মথ্য নিয়ে করোনায় সংক্রমিত রুগিদের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমনঃ-
1. Free Oxygen Cylinder Service Centre 2. Covid-19 helpline/Call centres/Help Desk 3. Covid Care Centre 4. Covid-19 Tele Consultation 5. Councelling Centres 6. Cooking Food Distribution Among Hospital Patient Party 7. Food Packet to Needy Person etc.

এই কাজকে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতা প্রয়োজন। সমাজের দূর্বল শ্রেণীর মানুষ বিশেষত– দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক, দিন আনে দিন খায়, বৃদ্ধ, বিধবা, ইয়াতিম, নারী ও শিশু বহুমুখী সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। এমতাবস্থায় বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাড়ানো একান্ত জরুরী।

পূর্বের ন্যায় এই সংকটময় মুহূর্তে জামাআতে ইসলামী হিন্দ বিপদগ্রস্থ মানুষদের জন্য ত্রানের কাজ শুরু করেছে। জামাআতে ইসলামি হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ শাখা তার কর্মীদেরকে সাংগঠনিক সব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। সকল সহৃদয় ব্যক্তির কাছে আবেদন– জামাআতের বহুমুখী কর্মতৎপরতায় সহযোগিতা করুন ও জামাআতের ত্রান তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করে করোনা সংক্রমন মহামারী ও বিপদগ্রস্থ বিপন্ন মানুষদের পাশে দাঁড়ান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের প্রতি সহায় হোন। আমীন।

ঃ সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা ঃ
Jamaat-e-Islami Hind, West Bengal
22/1 Lenin Sarani, Kolkata - 700013
Phone: 033 2264 1482, Mobile: 9830322736
Cheque/Online Transfer করতে পারেন এই ঠিকানায়
Jamaat-e-Islami Hind Relief Work
Current Bank Account No- 1665201001112
IFSC: CNRB0001720, Canara Bank
Grant Street Branch, Kolkata- 700013
জামাআতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ
22/1, Lenin Sarani Kolkata - 700013, 033 2264 1482



উত্তর ২৪ পরগণায় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ জামাআতের

মিযান ডেস্কঃ ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা। জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ও সংগঠনের পক্ষ থেকে কিছু রেশন ও খাবার সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্তদের হাতেও তুলে দেওয়া হয়।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শনকালে উপস্থিত জামাআতে ইসলামি হিন্দের আমিরে হালকা মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, সাবেক আমিরে হালকা তথা রাজ্য সমাজ সেবা বিভাগের সম্পাদক রহমত আলি খান সাহেব, রাজ্য দাওয়াহ সম্পাদক সাদাব মাসুম, রাজ্য দপ্তর সম্পাদক সাবির আলি, জনসংযোগ বিভাগের সহকারী সম্পাদক সুজাউদ্দিন আহমেদ, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা নাজিম মাওলানা রফিকুল ইসলাম সাহেব, সহকারী জেলা নাজিম মাওলানা আব্দুল আজিজ প্রমুখ এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন। ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য জামাআতের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জামাআত সীমিত সামর্থ্য নিয়ে পূর্বের ন্যায় এবারও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কাজ শুরু করেছে।

গঙ্গা ভাঙনে আতঙ্কিত ১২টি গ্রাম

মিযান ডেস্কঃ বর্ষা আসার আগে গঙ্গার ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্কে ১২টি গ্রামের কয়েকশো পরিবার। বাস্তু ভিটে হারানোর আতঙ্কে রীতিমতো প্রমাদ গুনছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। বছর ঘুরতেই ফের গঙ্গা ভাঙন। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ষা নামতেই ভাঙন আতংক মুর্শিদাবাদের সুতির ধানঘরা, শিবপুর, ধুসুরিপাড়ায়। ইতিমধ্যে ফের নতুন করে ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ার আশংকায় আতংকিত হয়ে ভিটেমাটি সরাতে ব্যস্ত বেশ কয়েকটি পরিবার। নিজেদের সম্বলটুকু আগলে রাখতে ব্যস্ত নতুন শিবপুরের কয়েকটি পরিবার।

গত বছর সামসেরগঞ্জের পরপর তিনটি গ্রাম গ্রাস করেছিল আগ্রাসী গঙ্গা। তিনটি গ্রামের ২০০টির বেশি বাড়ি ও কয়েক হাজার একর জমি, বাগান সহ ভিটেমাটি তলিয়ে যায় গঙ্গাবক্ষে। ভিটে মাটি হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েন ধানঘরা, শিবপুর, ধুসুরিপাড়া গ্রামের মানুষরা। রোদ জল বৃষ্টি মাথায় করে কেউ কেউ ত্রিপলের তলায় বসবাস করছেন। অনেকে এখনও ত্রাণ শিবিরে বসবাস করছেন। গৃহহীন মানুষদের সরকারি সাহায্য পাওয়ার কথা থাকলেও সেইভাবে সাহায্য মিলেনি। নতুন শিবপুরের ১৩টি পরিবারকে সরকারি সাহায্য দেওয়ার কথা। কিন্তু পেয়েছে ১০ জন। গৃহনির্মাণের জন্য তাদের ৭০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ধুসুরিপাড়া ও ধানঘড়ার গৃহহীন শতাধিক পরিবার পেয়েছে ৭০ হাজার টাকা করে। সেখানে ও নাকি দিতে হয়েছে কাটমানি। আবার প্রকৃত গৃহহীন সরকারি সহযোগিতা না পেয়ে। পেয়েছেন অনেক স্বচ্ছলরাও।

তবে সরকারিভাবে জমিহারাদের জমি দেওয়ার কথা থাকলেও আজও মেলেনি জমি। কেউ অন্যের জমিতে তো কেউ রাস্তার পাশে বা গ্রামের স্কুলে বসবাস করছেন। তার পরে ফের নতুন করে জল বৃদ্ধির ঘটনায়রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নতুন শিবপুরের সুকুমার মন্ডল, তারকনাথ মন্ডল, ধানঘরার সখিনা বিবি, আজাবুল সেখ'রা জানান, নতুন করে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হতেই, বর্ষা নামতেই ফের শুরু হয়েছে ভাঙন। গত চার, পাঁচ দিনে বেশ কিছু এলাকায় ভাঙন হয়েছে। তাদের কথায়, সামান্য জল বৃদ্ধি হতেই

মুর্শিদাবাদ

যদি এখন ভাঙন শুরু হয় তাহলে ভরা বর্ষার সময়ে তো এবার পুরো গ্রামটা শেষ হয়ে যাবে।

তাই আগে থেকে সরকারিভাবে সুখা মরসুমে ভাঙনরোধের কাজ শুরু করা হতো তাহলে হয়তো নদী ভাঙন আটকানো যেত। ভরা নদীতে হাজার হাজার বস্তা বালি ফেলে টাকা নষ্ট না করে সুখা মরসুমে নদী ভাঙন রোধের কাজ করা দরকার। তাই একদিকে যখন ফের নতুন করে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। নতুন করে ভাঙন শুরু হওয়ার দিনেই গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে গৃহহারা মানুষদের গৃহনির্মাণ ও জমি প্রদান সহ বিভিন্ন দাবীতে গঙ্গা নদীর পাশে ভাঙ্গন কবলিত এলাকার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখালো সামসেরগঞ্জ নদী ভাঙনরোধ কমিটি ও ধানঘরা, নতুন শিবপুর, ধুসুরিপাড়া সহ ভাঙন কবলিত গ্রামের মানুষরা।

স্থায়ী ভাবে নদী ভাঙনের বাঁধ নির্মাণের কাজ না হলে সামসেরগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রাম যে মানচিত্র থেকে মুছে যাবে তাই কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারের কাছে আবেদন, আমাদের নদী ভাঙন রোধের কাজ করুন। না হলে আমরা যাবো কোথায়? দাবী মোরসালিম সেখের। তার দাবী, বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেছিলেন ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেই ২৬ কোটি টাকার কাজ সুখা মরসুমে কেন করা হলো না, তা আমরা জানতে চাই। সামসেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক রতন কুমার দাস বলেন, যে হারে গত বছর গঙ্গা ভাঙন হয়েছে তার পরে কেটে গিয়েছে ১ বছর। গঙ্গা পাড়বাঁধানোর কোন কাজ সরকারিভাবে করা হলো না কেন। ফের নতুন করে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। এই ভাবে দুই সরকার গড়িমসি করলে সামসেরগঞ্জের এখন ৪ টি গ্রাম ভাঙনের কবলে পড়েছে। আগামী দিনে আরও ১০ থেকে ১২টি গ্রাম গ্রাস করবে গঙ্গা। তাই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই অভিনব কায়দায় আমরা এই বিক্ষোভ করলাম। আমাদের দাবি, গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধান, গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ ও ভিটেমাটি হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়া মানুষদের বসবাসের উপযোগী জায়গা প্রদান করা। সামসেরগঞ্জের বিডিও কৃষ্ণ চন্দ্র মুন্ডা জানান, ফের নতুন করে ভাঙনের জন্য আমরা চিন্তিত। গ্রামবাসীদের পাশে আমরা রয়েছি। গত বছর ভাঙনে সর্বহারাদের ৩ টি জায়গায় ১৪০টি পরিবারকে জমিদেওয়া হবে। তার সব রকম প্রক্রিয়া তৈরি রয়েছে। ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণ কোন পথে তা জানাতে বিডিও বলেন, সেচ দফতর একটি স্কিম পাঠিয়েছে, তা আমরা উচ্চ দফতরে পাঠিয়েছি। তার বরাদ্দ হলেই তবে কাজ শুরু হবে।

রানাঘাটে জামাআতের ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টারের সূচনা



মিযান ডেস্কঃ জামাআতে ইসলামি হিন্দের উদ্যোগে নদিয়া জেলার উদ্যোগে রানাঘাটে ফ্রি অক্সিজেন সরবরাহ কেন্দ্রের সূচনা করা হয়েছে। এই ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টারের সূচনা করেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের আমিরে হালকা (রাজ্য সভাপতি) মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব। ফ্রি অক্সিজেন সরবরাহ কেন্দ্রের সূচনালগ্নে আরো উপস্থিত ছিলেন রহমত আলী খান সাহেব, মহঃ আসগার আলী মণ্ডল, ডাঃ শিবাজী প্রসাদ কর মহাশয়, কুশল দেব বনদ্যোপাধ্যায়, শাহনেওয়াজ মহম্মদ (আঞ্চলিক সভাপতি, জামাআতে ইসলামী হিন্দ, রাণাঘাট আঞ্চলিক শাখা), রাকেশ আলী (সম্পাদক রাণাঘাট নাসরা পাড়া মসজিদ কমিটি), অগ্নিমীল দাস (ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আধিকারিক, ভারত সরকার), আবিদ হোসেন সাহেব (সভাপতি, রানাঘাট নাসরা পাড়া মসজিদ) ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। জামাআতের জেলা সভাপতি আসগার আলি মন্ডল জানিয়েছেন, জেলায় মোট ৪ টি ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার চালু করা হবে। খুব দ্রুত অন্যান্য সেন্টার গুলির সূচনা হবে। জেলা জুড়ে এই পরিষেবা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

জামাআতের উদ্যোগে তৈরি হল মুর্শিদাবাদে ১২টি ফ্রি অক্সিজেন পরিষেবা কেন্দ্র



মিযান ডেস্কঃ মুর্শিদাবাদ জেলা জামা'আতে ইসলামী হিন্দের উদ্যোগে জেলা জুড়ে ১২ টি ফ্রি অক্সিজেন পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ সূচনা হলো। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে বহরমপুরে জেলা অফিসে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামা'আতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সম্পাদক জনাব মশিউর রহমান সাহেব, বহরমপুর থানার IC রাজা সরকার মহাশয়, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সালাউদ্দিন হক সাহেব, জেলা সভাপতি মুহাঃ মুত্তালিব সাহেব, রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সদস্য আশরাফুল ইসলাম সাহেব, টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক আলমগীর হোসেন সাহেব, সহকারী জেলা নাজিম ওয়াসিফ আলি সাহেব ও আব্দুল্লাহি কাফি, জেলা টাস্ক ফোর্স এর কনভেনর শামসুল আলম সাহেব সহ জেলা সম্পাদক মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা।

জেলার বিভিন্ন সেন্টার থেকে অ্যাম্বুলেন্স সংযোগ, অনলাইন ডাক্তারী পরামর্শ সহ অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে এই ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ পরিষেবার পথচলা শুরু হলো আলহামদুলিল্লাহ।

জামাআতের উদ্যোগে করিমপুরে ফ্রি অক্সিজেন পরিষেবা কেন্দ্রের সূচনা

মিযান ডেস্কঃ নদীয়া জেলা জামাআতে ইসলামি হিন্দের উদ্যোগে করিমপুরে করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে অসুস্থ মানুষদের জন্য ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টারের সূচনা হলো। আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করেন জামাআতের রাজ্য সম্পাদক মসিউর রহমান সাহেব সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

উল্লেখ্য নদীয়া জেলায় এই নিয়ে ৪ টি ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার চালু হলো। এই মহতি অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জামা'আতে ইসলামী হিন্দের মুর্শিদাবাদ জেলার সহ সভাপতি আব্দুল্লাহিল কাফি সাহেব, নদীয়া জেলা জামাআতের বিভাগীয় সম্পাদক আব্দুর গফুর সাহেব, থানার পাড়া থানার পুলিশ আধিকারিক নিরমল্ল রায় মহাশয়, করিমপুরের মাননীয় বিধায়কের প্রতিনিধি রাসিদুল শেখ, থানারপাড়া মুকামি আমির আব্দুল আহাদ মন্ডল, জেলা যুব দায়িত্বশীল মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিবাজুদ্দিন মালিথা। নদিয়া

জেলা জামাআতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার বিনামূল্যে অসুস্থ রোগীদের সরবরাহ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

লাক্ষাদ্বীপ হিন্দুত্ববাদের নিশানায়

প্রথম পাতার পর...

আর তখন থেকেই বিভিন্ন মুসলিমবিরোধী নিয়মকানুন জারি করে লাক্ষাদ্বীপের মুসলমানদেরকে কাশ্মীরের মুসলমানদের মতো জমি থেকে উচ্ছেদ করে, প্রতিবাদী যুবকদের কারারুদ্ধ করে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদ প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

■ লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসকের কিছু মুসলিম বিরোধী পদক্ষেপঃ

১. এনডিএআর (লাক্ষাদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি রেজুলেশন ২০২১)ঃ এটি একটি ভয়ঙ্কর আইন, যেটি কর্তৃপক্ষকে যেকোনো সময়, যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পের অজুহাতে লাক্ষাদ্বীপের যেকোনো বাসিন্দাকে তার জমি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত করার বা স্থানান্তরিত করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে। যেহেতু লাক্ষাদ্বীপের ৯৬ শতাংশ মানুষই মুসলিম তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে মুসলমানদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে ভূমিহীন করে ফেলার সুচতুর পরিকল্পনা।

২. পিএএসএ (প্রিভেনশন অফ অ্যান্টিসোশ্যাল এক্টিভিটিস অ্যাক্ট, ২০২১)ঃ এটি আরও একটি ভয়াবহ আইন, যেটি ১৯৮৫ সালে সমাজবিরোধী জুয়াড়ি ইত্যাদি সাধারণ অপরাধী যারা একবার কোন অপরাধে গ্রেফতার হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে আবার কোন অপরাধ করতো মূলত তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই আইনটির আমেন্ডমেন্ট বা সংশোধন হতে হতে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার হতে হতে এটি একটি রাক্ষসে নিরীহ মানুষের রক্তচোষা আইনে পরিণত হয়েছে। ভারতের সাধারণ প্রতিবাদী মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এটি গুন্ডা আইন নামে পরিচিত। বর্তমানে এই আইনের অপব্যবহার করে যে কোন সমালোচনাকারীকে গ্রেফতার করা সোশ্যাল মিডিয়ার কোন প্রতিবাদী পোস্টকে কেন্দ্র করে এক বছর পর্যন্ত জেলে আটকে রাখা এবং জঙ্গি, হত্যাকারী, দেশদ্রোহী, শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারি ইত্যাদি অভিযোগ অপরাধে অসংখ্য নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার অগণিত নজির আমাদের চোখের সামনে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে লাক্ষাদ্বীপের ক্রাইম রেট সবথেকে কম। প্রায় ৯৭ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এই দ্বীপপুঞ্জের শান্তি সুখ সমৃদ্ধি কে ধ্বংস করার জন্য সেখানকার মুসলিম যুবকদের মিথ্যা অভিযোগে জেলে বন্দি রাখার জন্য ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে লাক্ষাদ্বীপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই কুখ্যাত আইন লাগু করা হয়।

৩. ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও চাকরি থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়াঃ লাক্ষাদ্বীপের সাংসদ মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন যে জানুয়ারি থেকে প্রায় ৩০০ জন মুসলিমকে সরকারি চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বহু মুসলিম কে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

৪. দেশের রাজনীতির মূল ধারা থেকে মুসলিমদেরকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রঃ লাক্ষাদ্বীপের নতুন ড্রাফ্ট পঞ্চায়েত নোটিফিকেশনএ বলা হয়েছে যে দুইয়ের অধিক সন্তান বিশিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রার্থীদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে, যাতে করে পঞ্চায়েত স্তর থেকে মুসলিম রাজনীতি ও মুসলিম রাজনৈতিক নেতা তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

৫. মদ্যপান বৈধ করার ঘোষণাঃ ভারতের সংবিধান আর্টিকেল ৪৭ এর ডি পি এস পি (দা দিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি) এর নির্দেশ অনুযায়ী The states shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating dring and of drugs which are injurious to helth.

প্রতিটি রাজ্যকে ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য ও পানীয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করার চেষ্টা করা উচিত, লাক্ষাদ্বীপ ই একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেখানে মদ বিক্রি করা এবং পান করা উভয়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু লাক্ষা দ্বীপের বর্তমান প্রশাসক প্রফুল কোডা প্যাটেল এই আইন শেষ করে দিয়ে মদ্যপান বৈধ করার নির্দেশ ঘোষণা করেছেন।

৬. গোমাংস নিষিদ্ধ ঘোষণাঃ ভারতবর্ষের অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, গোয়া, কেরালা, মিজোরাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্য গুলির মত লাক্ষাদ্বীপের গোমাংস নিষিদ্ধ নয়। যেহেতু এখানকার অমুসলিমরাও গোমাংস ভক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু বিজেপির মদদপুষ্ট বর্তমান প্রশাসক গোমাংস নিষিদ্ধ করে শান্তির স্বর্গরাজ্য লাক্ষাদ্বীপের হিন্দুত্ববাদের বীজ বপন করা শুরু করেছেন।

৭. ইসলামী সংস্কৃতি অবলুপ্তি করার প্রয়াসঃ ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ২৯ এর মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লাক্ষাদ্বীপ এ আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্র সৈকত ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার নামে এখানকার ভূমিপুত্রদের শত শত বছর ধরে সযত্নে লালিত নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস মুখে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। যদি আজ আমরা তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সংগবদ্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ভূমিপুত্ররা তাদের সংস্কৃতির সাথে সাথে নিজেরাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৮. আমাদের কি করনীয়ঃ গত কয়েকদিন ধরে টুইটারে হ্যাশট্যাগ এর বিভিন্ন ট্রেন্ডিং চলছে। পাশাপাশি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ইংলিশ উর্দু মালায়ালাম হিন্দি ভাষায় জনসচেতনতা ও জনমত গঠন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়েবিনার ভার্চুয়াল মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আইনি পরামর্শ ভবিষ্যৎ রূপরেখা ও পদক্ষেপ আলোচিত হচ্ছে। আমরা এগুলিতে অংশগ্রহণ করে ও শেয়ার করে এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারি। পাশাপাশি সাহাবাদের ও পূর্বপুরুষদের জীবন রচিত ও ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এহেন পরিস্থিতিতে কি কি করা উচিত তার দিশা লাভ করতে পারি।

আইন একেবারেই অগণতান্ত্রিক
জামাআত

প্রথম পাতার পর...

এই আইন অনুসারে যেকোনো বিরুদ্ধ মতকে দমন করা হবে। মানুষের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করা হবে। যেখানে অপরাধ প্রবণতার হার খুব নগণ্য সেখানে এই আইনের কি প্রয়োজন—সেলিম সাহেবের প্রশ্ন।

নতুন আইনে বলা হয়েছে যারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তাদের দুটির বেশি সন্তান থাকলে প্রার্থী পদ বাতিল করা হবে। এই আইনকে সেলিম সাহেব একেবারেই অগণতান্ত্রিক আইন বলেছেন।

আইনগুলি আপাতদৃষ্টিতে ভালোই বলে মনে হবে। আসলেই এই আইনগুলির দ্বারা স্থানীয় লোকেরা বিড়ম্বনার শিকার হবেন। তাদেরকে স্থানচ্যুত করতে বাধ্য করা হবে। পুরো দ্বীপটিকে বিনোদনের জায়গায় রূপান্তরিত করা হবে।



জামাআতের উদ্যোগে সেফ হোমের উদ্বোধন কলকাতায়

মিযান ডেস্কঃ জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে কলকাতার তপসিয়ার কে.বি হাসপাতালে করোনা মহামারীতে সংক্রমিত রুগিদের জন্য সেফ হোমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো। এই সেফ হোমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিপর্যয় মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী জাভেদ খাঁন সাহেব ও জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব।

করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে জামাআত তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন ৩০ বেডের সেফ হোমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো বলে জানিয়েছেন জামাআতের রাজ্য কোভিড টাস্ক ফোর্সের পরিচালক সাদাব মাসুম সাহেব। এদিন সেফ হোমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব জানান, জামাআত রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যে ৪৮ টি ফ্রি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ সেন্টার পরিচালনা করছে। উত্তর ২৪ পরগনার লাউহাটিতে অক্সিজেন পার্লার চালু হয়েছে। অফলাইন ও অনলাইন কোভিড হেল্প ডেস্ক পরিষেবা চালু করেছে। সংক্রমিত রুগিদের জন্য জেলায় জেলায় ভলেন্টিয়ার গ্রুপও তৈরি তৈরি হয়েছে। এই কোভিড সেফ হোমে ফ্রি অক্সিজেন পরিষেবাসহ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে জামাআত আরো কোভিড সেফ হোম গড়ে তুলবে ইনশাআল্লাহ। আজকে মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী জাভেদ খাঁন জামাআতের তৎপরতাকে সাধুবাদ জানান। তিনি জানান, জামাআতসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে সরকারের সমস্ত ধরনের সহযোগিতা থাকবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নাদিমুল হক, প্রাক্তন সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান, জামাআতের সাবেক রাজ্য সভাপতি রহমত আলি খান, হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর রাজ্য কো অর্ডিনেটর মাসুদ আলম, কলকাতা মেট্রোসিটি জামাআতের সভাপতি মাস্টার মুখতার আলম, পশ্চিমবঙ্গ ক্রিস্টান এসোসিয়েশনের মিসেস আঞ্জেলা, এস.আই.ও রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ, কাউন্সিলর ফাইয়ায আহমেদ খাঁন, জামাআতের রাজ্য কোভিড টাস্ক ফোর্সের অন্যতম দায়িত্বশীল আব্দুল আজিজ, সুজাউদ্দিন আহমেদ, সাবির আলি, জাভেদ খাঁন প্রমুখ।

শাহ্ আব্দুল হান্নানের দাফন সম্পন্ন

প্রথম পাতার পর...



তৃতীয় জানাজায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা শফিকুর রহমান, সিনিয়র নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি), নায়েবে আমির আ ন ম শামসুল আলম (সাবেক এমপি), বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন সাইয়্যেদ কামালুদ্দিন জাফরি, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মু. আব্দুর রব, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মু. সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির মঞ্জুরুল ইসলাম ভুঁইয়া, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. রেজাউল করিম, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি লস্কর মোহাম্মদ তাসলীম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন খান, কামাল হোসাইন, আব্দুস সালাম, ঢাকা জর্জ কোর্ট আইনজীবী সমিতির সহকারী সভাপতি এস এম কামাল উদ্দিন ও বিশিষ্ট আলেম শামীম সাঈদী প্রমুখ। এরপরে মরহুমের দাফন শাহজাহানপুর কবরস্থানে সম্পন্ন হয়েছে।

শাহ্ আব্দুল হান্নান রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ইন্তেকাল করেন। তার ছোট ভাই শাহ আবদুল হালিম বলেন, শাহ্ আব্দুল হান্নান গত ৮ মে থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় দ্বিতীয় দফায় হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তার মৃত্যু হয়।

শাহ আবদুল হান্নান ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। এছাড়াও তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন।

শাহ্ আব্দুল হান্নান ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার বিখ্যাত শাহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক এবং ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

শিক্ষকতার পেশা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ১৯৬২ সালে ঢাকা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তান ফিন্যান্স সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

এর মাঝে তিনি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, যেখানে তিনি ভ্যাট চালুর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগ, সমাজ কল্যাণ ও সর্বশেষ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ছিলেন। এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শাহ্ আব্দুল হান্নানের এক ছেলে, এক মেয়ে, তিন ভাইসহ অনেক আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রয়েছেন।

সম্পাদকীয়..

মীযান

৪৮ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা ॥ ৬ জুন ২০২১ ॥ ২২ জৈষ্ঠ ১৪২৮

করোনা সামগ্রী থেকে জিএসটি তুলে নিতে হবে

পশ্চিমবঙ্গ, কেরলসহ বিরোধী শাসিত নয় রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা দাবি তুলেছেন যে, করোনা ভ্যাকসিন এবং করোনা চিকিৎসার অত্যাবশ্যক সামগ্রীর উপর ধার্য জিএসটি মকুব করতে হবে। কিন্তু মোদি সরকার তা মেনে নিতে পারেনি। অর্থমন্ত্রীর কর্ণকুহরে বিষয়টি পৌঁছালেও তিনি তাতে আমল দেননি। এই হল বিজেপি সরকার। জনস্বার্থ নয়, নিজেদের চিন্তা লালিত পুঁজিবাদী চরিত্রকে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা সুযোগসুবিধা, ছাড় দিতে চাইলেও নাগরিক সমাজকে ছাড় নয়। বর্তমানে দেশে নির্মিত প্রতিষেধকের উপর ৫ শতাংশ এবং ভেন্টিলেটর ও অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের উপর ১২ শতাংশ হারে জিএসটি চাপানো হয়েছে। স্যানিটাইজেশনের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ১৮ শতাংশ। ভাবা যায়! দেশজ প্রতিষেধক উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার ভর্তুকি দিলে উৎপাদন খরচ কম হতো। জিএসটি লাগু করা দরকার হতো না।

কোভিড পণ্যের উপর জিএসটি লাগু করার যুক্তি আসছে না। সংক্রমণ এবং লকডাউনের কারণে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বেকারত্ব প্রচুর বেড়েছে। মানুষ আরও বেশি করে কাজ হারা হয়ে যাচ্ছেন। চারিদিকে নাভিশ্বাস অবস্থা। অনিশ্চিত জীবন হয়ে উঠেছে এখন। সাধারণ মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। এই অবস্থায় কোভিড সামগ্রী সহজলভ্য করার দরকার ছিল। কেন্দ্র সরকার সেই পথে গেল না। উল্টে কর আদায় করার বিষয়ে কেন্দ্র সরকার নাছোড়বান্দা।

নাগরিকদের কল্যাণ কামনা সরকারের একান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যেহেতু সংবিধানে ভারতকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই মানুষের কল্যাণ কিসে হবে সেই দিকেই সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রধানতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সরকারের চিন্তা ভাবনার মধ্যে এই বিষয়ে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে দেশে নাগরিকদের ভ্যাকসিন কিনতে হচ্ছে, সেখানে করোনা সামগ্রী ও ভ্যাকসিনে জিএসটি খাড়ার ঘা নয় কি?

রাষ্ট্রদ্রোহ

রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা থেকে সাংবাদিক বিনোদ দুয়া অব্যাহতি পেয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিচারপতি উদয় উমেশ লালিত ও বিনীত সরণের বেঞ্চ বিনোদকে অব্যাহতি দিয়েছেন। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সাংবাদিকরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। গোদি মিডিয়ার সাংবাদিকরা সে দায়িত্ব পালন করেন না। কিন্তু স্বাধীনচেতা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বিনোদ দুয়া তাদেরই মধ্যে একজন নামকরা সাংবাদিক। তিনি মোদি সরকারের সমালোচনা করে চক্ষুশূল হন। তার মত অনেক ব্যক্তিত্ব এই ভূভারতে রয়েছেন যারা সরকারের কাজের যথাযথ সমালোচনা করে এসেছেন।

গত এক দশকে ৪০৫ জন ভারতীয়ের বিরুদ্ধে কোন নেতা বা সরকারের সমালোচনার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়েছে; তার ৯৬ শতাংশ মামলায় হয়েছে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর। গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে এটি আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়। সমালোচনা সহ্য করার শক্তি রাষ্ট্রের নেতাদের থাকা উচিত। সমালোচনা করলে বা করতে দিলে লাভ রয়েছে। রাষ্ট্রের লাভ। ভুল পথে পরিচালিত হলে নেতারা শুধরাবার সুযোগ পান। কেউ যদি নিজেকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করেন সে কারো সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে রাজি থাকেন না। সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের আছে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে। যার কাছে কেয়ামতের দিনে জবাবদিহির চেতনা সমৃদ্ধ থাকে, সেই সমালোচনা সহ্য করতে পারে। কেননা সে জানে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে মানুষের ক্ষতি করা হয় বা নিজ স্বার্থে জনসাধারণের ক্ষতি করা হয়, আল্লাহর কাছে গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি থাকে। এই ভয়ে মানুষের সমালোচনা সহ্য করে নিজেকে শুধরে নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে ক্রিয়া করতে থাকে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক বিশাল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সমালোচনাকে নিজেরা সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন। এতে নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে আজ যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন সেই চরিত্রে চরিত্রবান হতে পারছেন না। এর মৌলিক কারণ হলো আল্লাহকে ভয় না করে চলার মানসিকতা। পৃথিবীতে যত বড় বড় মহান শাসকরা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তারা আল্লাহকে ভয় করে শাসনকার্য চালিয়েছেন। হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ, হযরত সোলেমান ও জুলকারনাইন পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

৩০ এ মে সংখ্যায় ৯ পাতায় 'নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভবতীর অধিকারের ইমলামের বিধান'—এখানে ইসলামের বিধান পড়তে হবে। ত্রুটি মার্জনীয়

অভিশপ্ত ইহুদি জাতির ইতিহাস

ইহুদী' বা বহুবচন 'ইহুদীম শব্দটি হিব্রু। সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ধর্ম হল ইহুদী ধর্ম (Judaism)। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, ইহুদীদের ইংরেজিতে Jew বলে কেন? আরামায়িক শব্দ 'ইয়াহুদাই' থেকে গ্রিক শব্দ Ioudaios আসে। হিব্রুতে উচ্চারণ 'এহুদী' বা 'ইহুদী'। আর এরপরে শব্দের শুরুর স্বরবর্ণ ইউরোপীয় ভাষায় J দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সে হিসেবে ইহুদী- জিহুদি- জিউ (জ্যু)। মূল ইয়াহুদাই শব্দের আক্ষরিক অর্থ আসলে 'যে বাস করে এহুদিয়া প্রদেশে', কিন্তু সেই এহুদিয়ার হিব্রু 'হুদা' অর্থ আসলে 'যে নিজেকে সমর্পণ করে' (আরবি 'মুসলিম' শব্দের অর্থও একই)।

এহুদা নামকে যেহেতু 'জুডা' উচ্চারণও করা হয়, তাই এই ধর্মকে 'জুডাইজম'ও বলা হয়। সত্যি বলতে, 'ইহুদী' যতটা না ধর্মপরিচয়, তার চেয়ে বেশি বংশপরিচয় কিংবা জাতিপরিচয় (Ethnicity)। এ কারণে, একজন ইহুদী নাস্তিক হতেই পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ইসরাইলের বংশধর, সেজন্য বংশগত বা জাতিগতভাবে তিনি ইহুদী নামেই পরিচিত হবেন।

ইহুদীরা মুসলিমদের মতই বংশ পরম্পরা হিসেব করে হযরত ইব্রাহিম (আ) থেকে। অর্থাৎ পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ)। ইব্রাহিমের (আ) প্রধান ২ ছেলে ইসমাইল আর ইসহাক (ইহুদী তাওরাত অনুযায়ী ইব্রাহিম (আ) এর পরে আরো ছয় পুত্র হয় তৃতীয় স্ত্রী কেতুরার গর্ভে)। এর মাঝে, হযরত ইসহাক (আ) (ইংরেজিতে Isaac) এর ছেলে ছিলেন ইয়াকুব (আ) (Jacob)। ইয়াকুব (আ) এর আরেক নাম ছিল ইসরাইল (আ); এ নামটাই ইহুদীরা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ইয়াকুব (আ) থেকেই আমাদের এই ইতিহাস শুরু হবে। তবে এই 'ইতিহাস' কিন্তু কেবলই ধর্মীয় ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এগুলো তেমন আমলে আনা হয় না। একদমই যে কিছু পাওয়া যায়নি তা নয়, তবে এত আগের খুব কম জিনিসই পাওয়া গিয়েছে।

ইহুদীদের বর্তমান ভাষা হিব্রু, যদিও দু'হাজার বছর আগে ঐ অঞ্চলে আরামায়িক ছিল কথ্য ভাষা, হিব্রু প্রধানত লিখবার ভাষা (ফর্মাল)। হিব্রুকে তারা বলে 'পবিত্র ভাষা'; আনুমানিক ২০০ খি ্স্টাব্দ পর্যন্ত হিব্রুর ব্যবহার ছিল ভালই। কিন্তু এরপর প্রায় ১৬টি শতাব্দী জুড়ে হিব্রু ছিল কেবলই একটি মৃত ভাষা। কিন্তু ১৮৮১ সালে এলিয়েজার বিন ইয়াহুদা (Eliezer Ben Yehuda) এ মৃত ভাষাকে পুনর্জীবিত করবার কাজ শুরু করেন এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে পুরোপুরি চালু হয়ে যায় হিব্রু। এখন ইসরাইলের একটি রাষ্ট্রভাষা হিব্রু। মুসলিমদের পবিত্র ভাষা আরবি ও ইহুদীদের পবিত্র ভাষা হিব্রু দুটোই সেমিটিক ভাষা হবার কারণে এদের মাঝে অনেক মিল। দুটোই ডান থেকে বামে লিখ া হয়। তবে আরবিতে ২৯ ৩০টি বর্ণ থাকলেও হিব্রুতে মাত্র ২২টি বর্ণ; তবে আরবির চেয়ে হিব্রুতে স্বর উচ্চারণ বেশি করা যায়।

তিন হাজার বছর আগে ইহুদি সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু হয়। ইহুদীধর্ম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম ধর্ম যা এখনো অনেক মানুষ পালন করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরেলিদের আদি নিবাস ছিল। তবে তারা এখন যে জায়গা চিহ্নিত করছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। আল্লার নবী মুসা (আঃ) বা মোজেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সুন্দর সময় গিয়েছে খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে (হজরত) সম্রাট দাওদ (আঃ) বা ডেভিডের সময়।

দাবি করা হয় বর্তমান সময়ের লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও মিশরের বড় অংশই ছিল তখনকার কিংডম অব ইসরেলের অংশ। ডেভিডের ছেলে (হজরত) সলোমন বা সোলাইমান (আঃ) এর সময়ও তাদের অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এজাতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এসময় আসিরিয়ানরা ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে ঢুকে পড়ে ও দখ ল করে নেয়। এরপর বিভিন্ন সময় ব্যাবিলনিয়ান, পার্সিয়ান, হেলেনেষ্টিক, রোমান, বাইজেনটাইন, অটোম্যান, বৃটিশ শাসনসহ বিভিন্ন পর্যায় পাড়ি দেয় এই অঞ্চল। আর এর প্রায় অনেকটা সময় জুড়েই ইহুদিদের তাড়া খেতে হয়।

ঈজিপশিয়ান ফারাওদের (কোরআনে, ফেরাউনমুসা আঃ এর ঘটনা) সময় থেকে শুরু করে জার্মানির হিটলারের সময় পর্যন্ত তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। তবে এখন যেমন ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের সংঘাত চলছে এক সময় তা ছিল খ্রিস্টান ও ইহুদি সংঘাত। স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বে ইহুদিরা খুবই ভালো ছিল। তারা এসময় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করার ব্যাপক সুযোগ পায়। মুসলমানদের এই উদারতার কথা ফুটে উঠেছে ইহুদিদের লেখা ইতিহাস বইয়ের পাতায়। শুরু থেকেই বিভিন্ন সমাজে ইহুদিদের ঘৃণিত, অবহেলিত ও খারাপভাবে দেখা হতো। প্রায় প্রতিটি জায়গায় তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকতো। উগ্র কৃশ্চিয়ানরা তাদের কখনোই সহ্য করতে পারেনি। এদের অনেকেই যিশুর হত্যাকারী হিসেবে ইহুদিদের চিত্রিত করেছে। অনেকেই তাদের অভিশপ্ত জাতি মনে করে।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাব

নয়ের পাতার পর... সেখানে পৌঁছে শুরু হল নবাবের নতুন জীবন। নবাব ও তার পারিষধবর্গের জন্য ঘর খোঁজা শুরু হল। নবাব ইংল্যান্ডে সারা ভেনেল এবং জুলিয়া লেউইশ নামক দুজন ইংরেজ সুন্দরীকে বিয়ে করে সেখানেই আবার নতুন সংসার গড়ে তুললেন। কিন্তু নবাব যে উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে এসেছেন তা বিলম্বিত হতে লাগল। নবাবের অভিযোগ পার্লামেন্টে গৃহিত হলেও নবাবের দাবিকে কেউ সমর্থন করেনি। ফলে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের ভোটে তার আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এদিকে নবাব তার রাজ্যপাট ছেড়ে দির্ঘদিন বিদেশে। ফলে নবাবের মনও স্বদেশের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে নবাবের খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অথচ নবাবের মাথায় তখন প্রায় সতেরো লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা। পাওনাদাররা রোজ নবাবের কাছে তাদের প্রাপ্য অর্থ ফিরে পেতে আবেদন করেছে এবং এ নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে কোর্টেও অভিযোগও দাখিল করা হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু বেচারা নবাবের ঋণ মেটাবার কোন সামর্থ নেই। তার অবস্থা নিঃস্বপ্রায়। নবাব বার্ষিক যে পেনশন পেতেন তা দিয়ে তার সংসারটুকুই চলত না। ফলে তা দিয়ে এই বিপুল ঋণ শোধ করা নবাবের কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন। ফলে ইংরেজ সরকার নবাবের দেনা শোধ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। এবং একটি কমিশন বসিয়ে সমস্ত দেনার তথ্য সংগ্রহ করে নবাবের প্রায় সতেরো লক্ষ টাকার ঋণ মিটিয়ে দেয়া হয়।

এরপর নবাব ইংল্যান্ডেই ভারতের সেক্রেটারি অব দি স্টেট এর সাথে ১৮৮০ সালের ১লা নভেম্বার এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী নবাব দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিজামত সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে নেন। সেই সাথে তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিমের উপাধিও ত্যাগ করেন। ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে ফেরাদুন জাঁ'র পরবর্তী প্রজন্মের নবাবরা পরিচিত হবেন শুধু মাত্র মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর হিসেবে। এবং পূর্বের বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা পেনশনের পরিবর্তে এখন থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবরা পাবেন শুধুমাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

পদ ও সম্মান হারিয়ে নবাব ফেরাদুন জাঁ ইংল্যান্ড ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। কিন্তু এখানে তিনি শান্তি পেলেন না। নবাব হয়ত অনুভব করেছিলেন যে তিনি তার পদমর্যাদা ত্যাগ করে তিনি তার পূর্ব পুরুষ এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি অন্যায় করেছেন। এদিকে নবাব তার জীবদ্দশাতেই নবাব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তার জৈষ্ঠ পুত্র স্যার সৈয়দ হাসান আলী মির্জাকে মসনাদে বসান। কিন্তু মসনদের সেই জৌলুশ আর ছিলনা। বাংলা,বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম আজ শুধুই মুর্শিদাবাদের নবাবে পরিণত হয়েছেন। নবাব ফেরাদুন জাঁ এই শোক সহ্যকরে মুর্শিদাবাদে আর থাকতে চাইলেন না। হয়ত পুরানো গৌরবময় দিনের স্মৃতি গুলি নবাবের হৃদয়ে বার বার আঘাত করছিল। তাই হয়তো তিনি পুত্রের হাতে নবাবী শপে দিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে মুম্বাই এ চলে যান। অবশেষে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। কিন্তু ক্ষমতাহীন প্রাক্তন নবাব এবার ব্রাত্য হয়ে যান সবার কাছেই। ব্রিটিশ সরকারের কোন অনুষ্ঠানে পূর্বের মতো আর ডাক পড়ত না তার। অথচ ক্ষমতায় থাকাকালীন নবাবের সম্মানই ছিল আলাদা। একবার কলকাতায় বড়লাট লর্ড অকল্যান্ডের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি যখন নৌকা করে কলকাতায় পৌছলেন তখন তার সম্মানার্থে কেল্লা থেকে ২১ বার তোপ দাগা হয়েছিল। যেদিন তিনি বড়লাটের সাথে বেলভেডিয়ারের লাটভবনে (বর্তমান কোলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী) দেখা করতে গেলেন নবাবের পালকী লাট ভবনের দরজার সামনে আসা মাত্র বড়লাট (গভর্ণর) এবং বাংলার ছোট লাট (ডেপুটি গভর্নর)নবাবকে অভ্যার্থনা করে পালকীর দুই দরজায় দুই লাট সাহেব হাত রেখে পায়ে হেটে পালকীর সাথে সাথে লাটভবনের নিচের সিড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন। আজ সেই সম্মানের অবশিষ্টটুকুও নেই। নবাব মনসুর আলি খাঁন ফেরাদুন জাঁ'র জীবনের শেষ দিন গুলি হয়ত অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনাতেই কেটেছিল। অবশেষে ৪ঠা নভেম্বর ১৮৮৪ সালে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তিনি মুর্শিদাবাদের নিজামত প্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রথমে তার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদে সমাধিস্থ করা হলেও পরবর্তীতে তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তার মৃতদেহ কারবালায় সমাধিস্থ করা হয়। সেই সাথেই সমাপ্তি ঘটে এক কিংবদন্তীর।



কুরআন থেকে



যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সা সে নিজের একটি ঘর তৈরি করে এবং সব ঘরের চেয়ে বেশি দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর হায় যদি এরা জানতো![৭৩]
এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালোভাবেই জানেন এবং তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী[৭৪]
মানুষকে উপদেশ দেবার জন্য আমি এ দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছি কিন্তু এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞান সম্পন্ন।
আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্য-ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন,[৭৫] প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৭৬]
(হে নবী !) তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো,[৭৭] নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৭৮] আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতেও বড় জিনিস।[৭৯] আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো।

(আল আনকাবূত ঃ ৪১-৪৪ আয়াত)

টীকা ঃ ৭৩ . ওপরে যতগুলো জাতির কথা বলা হয়েছে তারা সবাই শিরকে লিপ্ত ছিল। নিজেদের উপাস্যেও ব্যাপারে তাদের আকীদা ছিলঃ এরা আমাদের সহায়ক সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক এরা আমাদের ভাগ্য ভাঙ্গা গড়ার ক্ষমতা রাখে। এদের পূজা করে এবং এদেরকে মানত ও নজরানা পেশ করে যখন আমরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবো তখন এরা আমাদের কাজ করে দেবে এবং সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে। কিন্তু যেমন ওপরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে দেখানো হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাদের ধ্বংসের ফায়সালা করা হয় তখন তাদের উপরোল্লিখিত সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। সে সময় তারা যেসব দেব-দেবী, অবতার , অলী, আত্মা, জ্বিন বা ফেরেশতাদের পূজা করতো তাদের একজনও তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এবং নিজেদের মিথ্যা আশার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তারা মাটির সাথে মিশে গেছে। এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর এখন মহান আল্লাহ মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাকে বাদ দিয়ে একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে যে আশার আকাশ কুসুম তোমরা রচনা করেছো তার প্রকৃত অবস্থা মাকড়শার জালের চাইতে বেশি কিছু নয়। মাকড়শার জাল যেমন আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশত করতে পারে না তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা যে কল্পনা বিলাসের এমন এক চক্করের মধ্যে পড়ে আছো, এটা নিছক তোমাদের মূর্খতার কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের যদি সামান্যতম জ্ঞানও তোমাদের থাকতো, তাহলে তোমরা এসব ভিত্তিহীন সহায় ও নির্ভরের ওপর কখনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না। সত্য কেবলমাত্র এতটুকুই , এ বিশ্ব-জাহানে ক্ষমতার মালিক একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কেউ নেই এবং একমাত্র তারই ওপর নির্ভও করা যেতে পারে। 'যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।' (আল বাকারাহ ২৫৬ আয়াত)

৭৪ . অর্থাৎ যেসব জিনিসকে এরা মাবুদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সাহায্যেও জন্য আহ্বান করে তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তারই বিচক্ষণ কর্মকুশতলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে।

এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে , ক্ষ্মআল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন)এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রম ও জ্ঞানের অধিকারী।

৭৫ . অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত , মিথ্যার ওপর নয়। পরিস্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে , যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল । বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিস্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

৭৬ . পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির মধ্যে তাওহীদের সত্যতা এবং শিরক ও নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা হবার ওপর একটি পরিস্কার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ সাক্ষ্য প্রমাণের সন্ধান একমাত্র তারাই পায় যারা নবীগণের শিক্ষা মেনে নেয়। নবীগণের শিক্ষা অস্বীকারকারীরা সবকিছু দেখার পরও কিছুই দেখে না।

৭৭ . আপাত দৃষ্টিতে নবী (সা) কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্যে করেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের ওপর সে সময় যেসব জুলুম-নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল সে সবের মোকাবিলা করার জন্য পিছনের চার রুকুতে অনবরত সবর, দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার উপদেশ দেবার পর এখন তাদেরকে বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু খটি জিনিসই মু'মিনকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নতর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা এবং দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝনঝার মোকাবিলায় শুধু মাত্র টিকে থাকতে নয় বরং তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযের মাধ্যমে এ শক্তি মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে যখন সে কুরআনের তেলাওয়াত শুধুমাত্র শব্দগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার শিক্ষাগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেগুলোকে সঞ্চারিত করে যেতে থাকে এবং তার নামায কেবলমাত্র শারীরিক কসরতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং চরিত্র ও কর্মেও সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়। সামনের দিকের বক্তব্যে কুরআন মাজীদ নিজেই নামাযের কাঙ্ক্ষিত গুণ বর্ণনা করছে। আর কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে এতটুকু জানা দরকার যে, মানুষের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তেলাওয়াত আঘাত হানতে পারে না তা তাকে কুফরীর বন্যা প্রবাহের মোকাবেলায় শক্তি তো দূরের কথা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিও দান করতে পারে না।

হাদীস থেকে...

৫৭. জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত কায়িম করার, যাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের মঙ্গল কামনা করার। (৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪; মুসলিম ১/২৩ হাঃ ৫৬, আহমাদ ৩২৮১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৫)

৫৮. যিয়াদ ইবনু 'ইলাকা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা.) যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর নিকটে শুনেছি, তিনি (মিম্বারে) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এক আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর কোন অংশীদার নেই এবং নতুন কোন নেতার আগমন না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অতি সত্বর তোমাদের নেতা আগমন করবেন। অতঃপর জারীর (রা.) বললেন, তোমাদের নেতার জন্য ক্ষমা চাও; কেননা, তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতঃপর বললেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে আরয করলাম, আমি আপনার নিকট ইসলামের বায়'আত নিতে চাই। তিনি



(অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত দিয়ে বললেনঃ আর সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করবে। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এ শর্তের উপর বায়'আত নিলাম। এ মসজিদের প্রতিপালকের শপথ! আমি তোমাদের মঙ্গলকামনাকারী। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং (মিম্বার হতে) নেমে গেলেন। (৫৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৬)

৫৯. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে জনসম্মুখে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর নিকট জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পাননি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা শেষে বললেনঃ 'ক্বি য়ামাত (কিয়ামত) সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে বলল, 'এই যে আমি, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেনঃ যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। সে বলল, কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়? তিনি বললেনঃ 'যখন কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।' (৬৪৯৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৭)

৬০. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পিছনে পড়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চৈস্বঃরে বললেনঃ পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুকনো থাকার) জন্য জাহান্নামের 'আযাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন। (৯৬, ১৬৩; মুসলিম ২/৯ হাঃ ২৪১, আহমাদ ৬৮২৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৮)

৬১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেনঃ গাছগাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ, তোমরা আমাকে অবগত কর 'সেটি কী গাছ?' তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, 'আমার ধারণা হল, সেটা হবে খেজুর গাছ।' কিন্তু আমি (ছোট থাকার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ?' তিনি বললেনঃ 'তা হচ্ছে খেজুর গাছ।' (৬২, ৭২, ১৩১, ২২০৯, ৪৬৯৮, ৫৪৪৪, ৫৪৪৮, ৬১২২, ৬১৪৪; মুসলিম ৫০/১৫ হাঃ ২৮১১, আহমাদ ৬৪৭৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৯)



মুসলিম জাহান



খুব শিগগিরই গাজার অবরোধ ভেঙে পড়বে বিশ্বাস হামাসের

মিযান ডেস্কঃ দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক ধরে চাপিয়ে রাখা অবরোধ খুব শীঘ্রই ভেঙে পড়বে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হামাসের। ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের গাজা উপত্যকার প্রধান ইয়াহইয়া সিনওয়ার বলেছেন, ২০০৭ সাল থেকে এই পর্যন্ত ইহুদিবাদী ইসরাইল গাজার ওপর যে অবরোধ চাপিয়ে রেখেছে তা খুব শিগগিরই ভেঙে পড়বে এবং ফিলিস্তিনি নাগরিকরা উন্মুক্ত পরিবেশে বাস করবে।

গাজা সফরে আসা মিশরের একটি প্রতিনিধিদলকে গত সোমবার সিনওয়ার একথা বলেন। ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হামাস ক্ষমতায় এলে ক্ষুব্ধ হয়ে ইসরাইল গাজা উপত্যকার ওপর সর্বাত্মক অবরোধ চাপিয়ে দেয়। ফলে গাজার জনগণ বাইরের দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান একেবারেই নেমে গেছে।

মিশরীয় প্রতিনিধিদলকে ইয়াহিয়া সিনওয়ার আরো বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গাজা যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক মতামত সম্পূর্ণভাবে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে হামাস সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাবে।

এই যুদ্ধে ইসরাইল ব্যাপকভাবে বিমান হামলা চালায় এবং গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। কিন্তু হামাস ও ইসলামি জিহাদ আন্দোলনের রকেট হামলার মুখে ইসরাইল যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়টিকে গাজার প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো নিজেদের বিজয় হিসেবে দেখছে। এছাড়া, ইসরাইলের রাজনীতিতেও এটি বড় প্রভাব ফেলেছে।

গাজায় ৯৫ শতাংশ সুড়ঙ্গই সুরক্ষিত দাবি হামাসের

মিযান ডেস্কঃ হামাসের সমস্ত সুড়ঙ্গ নষ্ট করে দেওয়ার দাবি করে ইসরাইল যতই উল্লাস করুক না বাস্তবে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। হামাস দাবি করেছে ইসরাইলের হামলায় তাদের মাত্র ৫ শতাংশ সুড়ঙ্গ নষ্ট হয়েছে। তাদের এরকম পাঁচশ কিলোমিটার সড়ঙ্গ রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি কয়েক দিনের মধ্যেই মেরামত করা হবে বলেও তারা দাবি করেছে। ইসরাইলের সাথে অস্ত্রবিরতির পর প্রথম বক্তৃতায় সিনওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, ইসরাইলের ভেতরেও তাদের লোক রয়েছে, জেরুসালেম ক্ষতিগ্রস্ত হলেই তারা সাড়া দিতে প্রস্তুত।

সিনওয়ার জানান, অস্ত্রবিরতি শুরু হবার সময় হামাস একসাথে ৩০০ রকেট নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা করেছিল যেগুলির মধ্যে ১৫০টি তেল আবিবকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হতো। কিন্তু মিসর ও কাতারের মধ্যস্ততাকারীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা বিরত থাকেন। সিনওয়ার জোর দিয়ে বলেন, আলআকসা আর জেরুসালেম হলো আমাদের 'রেড লাইন।'

তিনি বলেন, শত্রুরা যদি জেরুসালেম ও পবিত্র স্থানগুলোর কোনো ক্ষতি করে তবে আমরা আরো বড় যুদ্ধের জন্য তৈরী। উচ্ছেদের মুখে থাকা শেখ জাররাহ ও সিলওয়ানের অধিবাসীদের দৃঢ় থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হামাস তাদের পাশে আছে।



ধ্বংসস্তূপ থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে গাজা

মিযান ডেস্কঃ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি আগ্রাসন শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহ পার হয়েছে। এর মধ্যেই ইসরাইলের সর্বাত্মক অবরোধে থাকা এই ভূখণ্ডে ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য।

গাজা শহরের রেমাল মহল্লায় মোহাম্মদ সাইদ আলসুসি এক রেস্টুরেন্ট চালিয়ে আসছেন। ইসরাইলি বিমান হামলায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে তার রেস্টুরেন্ট। কিন্তু বিধ্বস্ত এই রেস্টুরেন্ট পরিষ্কার করে আগের মতো আবার খাবার তৈরি ও পরিবেশন শুরু করেছেন তিনি।

মোহাম্মদ জানান, তারা পাঁচ ভাই মিলে এই রেস্টুরেন্ট চালান। তাদের বাবা ১৯৭৫ সালে এই রেস্টুরেন্ট প্রথম চালু করেন। ইসরাইল গত ১০ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত টানা ১১ দিন গাজায় বিমান হামলা চালায়। বিমান হামলায় গাজার আরো কয়েকটি স্থাপনার মতোই মোহাম্মদের রেস্টুরেন্ট বিধ্বস্ত হয়।

মোহাম্মদ বলেন, 'প্রথম আক্রমণে অর্ধেক ভবন ধ্বসে পড়ে। আমি দৌড়ে আমার রেস্টুরেন্ট দেখতে যাই। দ্বিতীয় আঘাতের পর পুরো ভবন মাটির সাথে মিশে যায়। আমার পায়ে দুইটি শার্পনেল আঘাত করে।' এমনিতেই করোনা মহামারীতে লকডাউনে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তবুও তারা ইতিবাচক থাকার চিন্তা করে নতুন ভাবে রেস্টুরেন্টটি সাজান। কিন্তু ইসরাইলের হামলায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এর জন্য হার মানতে নারাজ মোহাম্মদ। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে পুরো দমে আবার রেস্টুরেন্ট চালু করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই আমরা ফিরে আসিনি, বরং আমরা লজ্জিত হতে অস্বীকার করেছি। আমরা আমাদের পথে দৃঢ় থাকবো।'

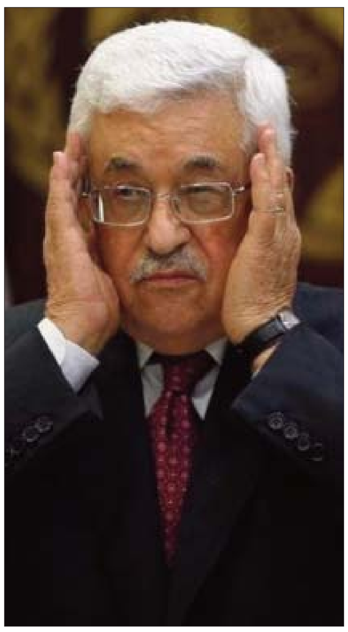
মাহমুদ আব্বাসের পদত্যাগ চেয়ে আন্দোলনে নামলেন ফিলিস্তিনিরা

মিযান ডেস্কঃ এবার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে ক্ষমাচ্যুত করতে উঠে পড়ে লাগলেন ফিলিস্তিনিরা। বিভিন্ন ফিলিস্তিনি সংগঠন, শিক্ষক ও রাজনৈতিক কর্মীরা আব্বাসের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। তিনি যদি পদত্যাগ না করেন তবে আন্দোলনকারীরা তাকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করবেন এমন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন।

গত ২২ মে'র পার্লামেন্ট নির্বাচন আর আগামী ৩১ জুলাইএর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্থগিত রাখার কারণে ৮৫ বছর বয়সী আব্বাস তীব্র সমালোচিত হচ্ছেন। এছাড়া হামাস ও ইসরাইলের মধ্যেকার ১১ দিনের যুদ্ধে মাহমুদ আব্বাস গাজার ফিলিস্তিনিদের জোরাল সমর্থন জানাননি বলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আমেরিকা ইসরাইলের হাতের পুতুল বলেও তাঁর যথেষ্ট বদনাম রয়েছে।

মাহমুদ আব্বাস এপ্রিলের শেষের দিকে নির্বাচন স্থগিতের কথা বললে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিভিন্ন ফিলিস্তিনি দল গাজা উপত্যকায় মিলিত হন। তারা সেখ ানে আলোচনা করেন কিভাবে আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। এ দলগুলো সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা গণআন্দোলনের মাধ্যমে আব্বাসের পদত্যাগ দাবি করবেন। কারণ, আব্বাস এখন আর ফিলিস্তিনিদের বৈধ নেতা নন, তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ আর নেই।

মাহমুদ আব্বাস ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট হন। ২০০৯ সালে তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হলেও নানান অজুহাতে পদ আঁকড়ে থাকেন এবং



তিনি ফিলিস্তিনের পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্থগিত করে রাখেন।

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের সর্বশেষ পার্লামেন্ট নির্বাচনে হামাস জিতে 'প্যালেস্টাইন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে' সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে এ পার্লামেন্টকে স্থগিত রেখে অকার্যকর করে রাখেন মাহমুদ আব্বাস।

বিনা নির্বাচনে আবারো ক্ষমতা দখল করতে জাতীয়ভাবে ইউনাইটেড সরকার গঠনের জন্য হামাস ও ফিলিস্তিনের অন্য সংগঠনের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। হামাস ও ফিলিস্তিনের অন্য সংগঠনের নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে মিসর ও কাতারের দ্বারস্থ হন। ফিলিস্তিনের বিভিন্ন দলের নেতারা তাতে সাড়া দেননি। বরং তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন ফিলিস্তিনি জনগণের মাধ্যমে তাঁরা আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন।

কিন্তু, রমজান মাসের মধ্যেই হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ফিলিস্তিনি নেতাদেরকে আব্বাসবিরোধী এই আন্দোলন স্থগিত রাখতে হয়। যুদ্ধবিরতি চালু হলে তারা সিদ্ধান্ত নেন আবারো আব্বাসবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এদিকে ফিলিস্তিনের শিক্ষক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গত সপ্তাহে একটি প্রচার অভিযান চালান যাতে তাঁরা আব্বাসকে ফিলিস্তিনিদের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন। তাঁদের মতে, তিনি অবৈধভাবে সরকার ও সংগঠনের শীর্ষ পদে আসীন হয়ে আছেন। জেরুসালেমের শেখ জাররাহ বসতিকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ে যে অভ্যুত্থান হয়েছে তাতে তাঁর ভূমিকায় খুশি হতে পারেনি ফিলিস্তিনের সুশিল সমাজ। তাঁর এই ভ্রান্ত নীতি ও কর্তৃপক্ষকে ফিলিস্তিনিরা অনেক দিন ধরে সহ্য করে আসছে।

এ সময় মার্কিন প্রশাসন আব্বাসকে বৈধতা দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারও নিন্দা জানান ফিলিস্তিনিরা। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন প্রশাসন আব্বাসকে বৈধতা দেয়ার জন্য তার সাথে বৈঠক করছে, আবার ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতেও কাজ করছে। এ ব্যাপারটি ফিলিস্তিনিরা ভালো চোখে দেখছে না।

চীনে মানবদেহে বার্ড্ ফ্লুর সংক্রমণ

মিযান ডেস্কঃ সারা বিশ্ব যখন করোনার সূত্র যখন খুঁজে পেতে ব্যস্ত ঠিক তখনই বার্ড ফ্লু ঘিরে নয়া আতঙ্ক শুরু হল। ঘটনাস্থল ফের সেই চীন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিধ্বস্ত পুরো বিশ্ব। এরই মধ্যে চীনে বার্ড ফ্লুর এইচ১০এনও (H10N3) স্ট্রেনের সন্ধান মিলল মানুষের শরীরে। এই প্রথম মানুষের শরীরে এর সন্ধান দেখা গেল। এই সপ্তাহের গোড়ায় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন এই খবর প্রকাশ করেছে। তবে নতুন এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে সহজে ছড়িয়ে পড়ার কোনো আভাস পাওয়া যায়নি।

চীনের পূর্ব জিয়াংসু প্রদেশ থেকে বার্ড ফ্লুর একটি নির্দিষ্ট স্ট্রেইন থেকে মানুষের সংক্রমণের খবর মিলেছে। করোনার সূত্র যখন খুঁজে পেতে ব্যস্ত গোটা দুনিয়া, তখনই বার্ড ফ্লু ঘিরে নয়া আতঙ্ক সেই চীন থেকেই। চীনের জিয়াংশু প্রদেশে কোনো মানুষকে প্রথম দেখা গেল বার্ড ফ্লুতে সংক্রমিত হতে। এর জেরে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে।

সূত্রের খবর, হেঞ্জিয়াং শহরের বাসিন্দা ৪১ বছরের এক ব্যক্তি আক্রান্ত হন। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যেও কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। তবে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া বা মহামারির আকার নেয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এনএইচসি জানিয়েছে, এর আগে বিশ্বে এইচ১০এনও স্ট্রেইন থেকে মানুষের সংক্রমণের কোনো ঘটনার রেকর্ড নেই। এটিই প্রথম। চাইনিজ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন গত সপ্তাহে রোগীর কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে। তাতে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। তারপরেই সেটির স্ট্রেইনের বিষয়ে জানা যায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আক্রান্ত ব্যক্তিকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

চীনের সরকারি বিশেষজ্ঞরা স্থানীয়দের অসুস্থ বা মৃত হাঁসমুরগির সংস্পর্শ এড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া পাখির থেকেও দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। সেইসাথে মাস্ক পরার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি জ্বর ও শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে দ্রুত পরীক্ষা করানো উচিত, পরামর্শ এনএইচসির। এর আগে ২০১৬১৭ সালে এইচ৭এন৯ স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৩০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। তার পর থেকে অবশ্য মানব শরীরে আর সে অর্থে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়নি।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হলেন অভিষেক



মিযান ডেস্কঃ তৃণমূলে বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে জল্পনা আগেই শুরু হয়েছিল। শনিবার তৃণমূলের দলীয় বৈঠকের পর তাতেই সিলমোহর পড়ল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ মুকুল রায় এককালে যে পদে আসীন ছিলেন, সেই আসনই পেলেন অভিষেক।

রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এদিন বৈঠকে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সূত্রের খবর, 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি মেনে যুব তৃণমূল সভাপতির পদ থেকে প্রথমে ইস্তফা দেন অভিষেক। তাঁর পদে আসেন অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভা নির্বাচনে জিততে না পারলেও রাজনীতিতে পা রেখেই নজর কেড়েছিলেন তিনি। সেই ভাল কাজেরই স্বীকৃতি পেলেন টলিঅভিনেত্রী। এরপরই জানা যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হল অভিষেককে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই অভিষেককে দলের বড়সড় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি। কাকলি ঘোষ দস্তিদার সর্বভারতীয় মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী। পূর্ণেন্দু বসুকে কিষান সংগঠনের সভাপতি করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে পরিচালক তথা বারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে রাজ্যের কালচারাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হল। সেই সঙ্গে ৯টি জেলায় দলীয় সভাপতি পদে বড় রদবদল করা হল।

এদিন দলের নেতামন্ত্রীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মমতা ব্যানার্জি। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কোনও মন্ত্রী গাড়িতে লালবাতির ব্যবহার করতে পারবেন ন। দুর্নীতিতে যেন কারও নাম না জড়ায়। কয়লা, বালি পাচার নিয়ে দলের কোনও নেতার বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ না ওঠে। দুয়ারে ত্রাণ নিয়ে কোনও অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বচ্ছতা বজায় রেখে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হবে, কোনও অভিযোগ যেন না ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন তখন যা খুশি বলা যাবে না।

মদন মিত্র ওয়াকিং কমিটির সদস্য না হলেও তাঁকে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। ফেসবুক লাইভ নিয়ে মদনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন দলনেত্রী।

> এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি মেনে যুব তৃণমূল সভাপতির পদ থেকে প্রথমে ইস্তফা দেন অভিষেক। তাঁর পদে আসেন অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভা নির্বাচনে জিততে না পারলেও রাজনীতিতে পা রেখেই নজর কেড়েছিলেন তিনি। সেই ভাল কাজেরই স্বীকৃতি পেলেন টলিঅভিনেত্রী। এরপরই জানা যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হল অভিষেককে।

শরীরে ৩০ বার ধরন বদলেছে করোনা

৩৬ বছর এইচআইভি পজিটিভ এক নারীর



মিযান ডেস্কঃ ৩৬ বছরের এক এইচআইভি পজিটিভ নারীর শরীরে ২১৬ দিন ধরে বাসা বেঁধে ছিল করোনাভাইরাস! সম্প্রতি এমনই এক রোগীর কথা জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষকরা। কেবল অত দিন ধরে সংক্রমণ থাকাই নয়, ওই সময়ের মধ্যে ভাইরাস ৩০ বারের বেশি চরিত্র বদল করেছে বা মিউটেশন ঘটিয়েছে।

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গোটা বিশ্বকে রক্তচক্ষু দেখানো এই ভাইরাসের এমন কাণ্ড এর আগে চোখে পড়েনি গবেষকদের। সেই কারণেই এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন সারা দুনিয়ার গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা।

মেডিক্যাল জার্নাল 'মেডআর এক্সআইভি'তে প্রকাশিত হয়েছে একটি গবেষণাপত্র। সেখানেই জানাগেছে ওই নারীর কথা। ২০০৬ সালে তার শরীরে প্রথম বার এইচআইভি ধরা পড়ে। তারপর থেকে ক্রমশই খারাপ হয়েছে তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এরপর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি করোনা আক্রান্ত হন। দেখা গেছে তারপর থেকে তার শরীরে ১৩ বার ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন মিউটেশন ঘটিয়েছে। সেই সাথে আরো ১৯ রকমের জিনগত পরিবর্তন হয়েছে তার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৩০ বারেরও বেশি বার মিউটেশন ঘটিয়েছে ভাইরাস। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের কেস থেকে কোভিড১৯এর মিউটেশনের ক্ষমতা সম্পর্কে আরো নতুন তথ্য জানা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে এখনো স্পষ্ট নয়, ওই নারীর শরীর থেকে সংক্রমণ আরো কারো দেহেও ছড়িয়েছে কিনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ কোনো ব্যক্তির তুলনায় একজন এইচআইভি পজিটিভ রোগীর করোনায় মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ২.৭৫ গুণ বেশি। যদিও এক্ষেত্রে আক্রান্ত নারীটি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তার শরীরে দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা ব্রিটেনে পাওয়া করোনার স্ট্রেনগুলো পাওয়া গেছে।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কোয়াজুলু নাটাল এলাকার মতো যেসব জায়গায় এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেশি, সেখান থেকেই নতুন ধরনের স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে বেশি। এবং এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। তারা মনে করছেন, সম্ভবত এইচআইভি পজিটিভ রোগীর শরীর সারা বিশ্বেই করোনার নানা স্ট্রেনের ফ্যাক্টরি হয়ে উঠতে পারে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে আরো গবেষণার প্রয়োজন।

লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসককে ঘিরে বাড়ছে ক্ষোভ

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের চিঠি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে

মিযান ডেস্কঃ লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসককে নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত। নয়া প্রশাসক প্রফুল্ল প্যাটেলের বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন দেশের ৯৩ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা। তাঁদের দাবি, কোনও রকম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন তাঁরা। কেবলমাত্র ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই চিঠি লিখছেন। চিঠিতে তাঁদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান প্রশাসক গুজরাটের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, সেখানে উন্নয়নের নামে এমন ধরনের পদক্ষেপ করা হচ্ছে যা বিতর্কিত। সেপ্রসঙ্গে চিঠিতে লেখা হয়েছে, "এটা স্পষ্ট যে গৃহীত সব ধরনের পদক্ষেপই একটি বৃহৎ প্রোপাগান্ডার অংশ। যা দ্বীপপুঞ্জ ও এখানকার বাসিন্দাদের স্বার্থ ও আবেগের পরিপন্থী।" তাঁদের আরও অভিযোগ, দ্বীপবাসীর সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের ঠিক কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এত বিতর্ক? গোমাংসের বিক্রি সীমাবদ্ধ করা, জমির নতুন নিয়ম, মদ্যপানের জন্য মুসলিম অধ্যুষিত দ্বীপাঞ্চল উন্মুক্ত করে দেওয়া (যা ওখানে নিষিদ্ধ ছিল ধর্মীয় সংস্কারগত কারণে) একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়েছে প্রতিবাদে। অনলাইনে SaveLakshadweep এই হ্যাশট্যাগে অনেকেই তাঁদের প্রতিবাদী পোস্ট শেয়ার করেছেন।

পার্শ্ববর্তী রাজ্য কেরলের সিপিএমকংগ্রেস নেতারাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই সিদ্ধান্তগুলির। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, প্রশাসকের এই সব পদক্ষেপ লাক্ষাদ্বীপের সংস্কৃতি এবং মানুষের জীবনযাপনকেই বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে। এমনকী, কেরলের সঙ্গে লাক্ষাদ্বীপের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ককেও নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে সব সিদ্ধান্তে এখনও কেন্দ্রের সিলমোহর পড়েনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত সেগুলি কার্যকর হবে না।

২৩ বছরে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকার টোল আদায়

মিযান ডেস্কঃ ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন থেকে এখন পর্যন্ত যমুনা নদীর ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে ছয় হাজার ৪৩৪ কোটি তিন লাখ টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। আজ রোববার জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে বগুড়া৫ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবর রহমানের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

ওবায়দুল কাদের জানান, বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর থেকে গত ২৩ বছরে ছয় হাজার ৪৩৪ কোটি তিন লাখ টাকা টোল আদায় হয়েছে। আর সেতুর পরিচালন, রক্ষাণাবেক্ষণ ও ডিএসএল পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয়েছে চার হাজার ১০৪ কোটি ২১ লাখ টাকা।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সেতুর নির্মাণ ব্যয় তিন হাজার ৭৪৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। সেতু নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো থেকে নেওয়া ঋণ ২০৩৪ সালের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তাই আদায়কৃত অর্থ থেকে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৪৯ সালে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম এ উদ্যোগ নেন। কিন্তু তখন তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৪ সালের ১৫ অক্টোবর এর কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের মধ্যে একটি কৌশলগত সংযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেতুটি নির্মাণ করা হয়।

মাদার টেরিজা শ্রেষ্ঠ ডাক্তার সেবা পুরস্কারপ্রাপ্ত চিকিৎসক

আতিকুর রহমান প্রতিষ্ঠিত

শান্তিনিকেতন নার্সিংহোম

বারুইপুর সাজাহান রোড, কল-১৪৪ ● মোবাইল-৭২৭৮৯৮৪৩৩৪/৯৮৩৬৭১৬৮২৯

সবরকমের চিকিৎসা ও অপারেশন আগের মতো চালু আছে

রোগী দেখছেন আতিকুর রহমানের দুই কন্যা

ডা. আরিফা সুলতানা
MBBS (KOL), CBET (W.B.), M.Sc. (London)

সঠিক চিকিৎসার সেরা ঠিকানা

ডা. রিমা সুলতানা
MBBS (KOL), M.S (General Surgery), M.Sc. (London), Attach SSKM,Hospital, Kolkata

সার্বিক ব্যবস্থাপনা : তামিম রহমান, MBBS পাঠরত

RSBY ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনা ব্যয়ে অপারেশন ও চিকিৎসা হয়।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী বিধান

আল্লামা আব্দুল মালেক

ইসলামে সবচে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচে বড় ফরয হচ্ছে নামায। কোরআনসুন্নাহ্য় নামায আদায়ের নির্দেশ বারবার এসব বাণীর মাধ্যমে এসেছে। আর স্বলাত ক্বায়েম করার অর্থ হল' নামাযের ফারায়েয ও আরকান, ওয়াজিবাত ও সুনান, আদাব ও মুস্তাহাব্বাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়ে নামায আদায় করা।

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্বিয়াম, ক্বিরাআত, রুকূ', সিজদা এবং ক্ব'দাহ্ তথা বৈঠক। আর নামাযের রূহ্ হচ্ছে, আদাব ও তাওয়াজ্জুহ্ বা একাগ্রতা এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া।

এই হাক্বীকত ও রূহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না ক্বিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকুসিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহ্হুদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রূহ্ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাজির হওয়া তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজ্জুহ্ ও বিনয়ের 'আলামত নয়। এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকুসিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতল ভূমিতে বসা। আর সিজদাহ্, যা মূলতঃ নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাক্বীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে— আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে

(১) কপাল ও নাক।
(২, ৩) দুই হাত।
(৪, ৫) দুই হাঁটু।
(৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ।

সহীহ বুখারী— ৮১২

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদাহ্ করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদাহ্ হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে সিজদাহ্ করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর ভূমিতে বসে সমতলে সিজদাহ্ করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদাহ্ আদায় করা সম্ভবই নয়।

মোটকথা, কোরআনসুন্নাহ্য় নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা সম্ভবই নয়। এখন প্রশ্ন হল, মা'যূর ও অসুস্থ ব্যক্তি কী করবে? এর উত্তর হল 'মা'যূর মুস্বল্লী তো আজকে প্রথম নয়। আগেও তো মা'যূর ও অসুস্থ মানুষ ছিল। ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে' এর তালীমও কোরআনসুন্নাহ্ এবং ইসলামী শরী'য়াতে রয়েছে। প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতিসংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধিবিধানের ইলম যথাযথ অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দায ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে' এমনটি করা কখনই ঠিক নয়। এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায়, তেমনি নামাযের মত আযীমুশ শান ইবাদাতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়। ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মা'যূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মা'মুলী ওযরের কারণে নিজেকে মা'যূর মনে করা বৈধ নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওযর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওযরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুট্টি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকুসিজদাও মাফ। রুকূ'সিজদাহ্ করতে পারে না বিধায় এখন ক্ব'দাহ্ (তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)ও মা'ফ, বিষয়টি এমন নয়।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন— আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূল সা. কে আমি কীভাবে নামায পড়ব সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূল সা. ইরশাদ করেন

তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।

সহীহ বুখারী—১১১৭

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু'সিজদাহ্ করে নামায পড়তে পারেন না, এমন ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আব্দুল বার্র রহ. বলেন

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, ক্বিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগে পর্যন্ত নামাযে ক্বিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি ক্ব'দাহ্ (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরযওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে।

আত্তামহীদ —১৩৩৫

উপরোক্ত হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ মা'যূর ও অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের যেসব বিধিবিধান উল্লেখ করেছেন তার আলোকে চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম সামনে তুলে ধরা হল।

অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়না

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথাবেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মাসজিদে মাসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটাচলা, উঠাবসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মা'যূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং 'ইমরন ইবনে হুস্বইন রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে— 'দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।'

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া। তেমনি যমিনে বসে নামায পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে বসার অক্ষম হওয়া। আর কোন্ প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোনটা গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী? ফক্বীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুস্বান্নাফে আবদুর রয্যাক্বএ বর্ণিত হয়েছে, 'আমর ইবনু মাইমূন রহ্. বলেন, তাঁর পিতা মাইমূন ইবনু মিহরন রহ্.কে প্রশ্ন করা হল, অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কী?



উত্তরে তিনি বলেন– যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না তখন সে বসে নামায পড়তে পারবে।

মুস্বান্নাফে আবদুর রয্যাক্ব, বর্ণনা ৪১২৬

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলমুহীতুল বুরহানী'তে আছে,

আলমুহীতুল বুরহানী ৩২৬

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে, এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন–

দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই ক্বিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফক্বীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন।

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো 'আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না? এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থাকবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে।

মোটকথা, অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে।

১. এমন অসুস্থতা, যা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না।

২. এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না।

৩. এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মা'যূর নয়, অর্থাৎ ক্বিয়াম, রুকূ'সিজদাহ্ করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা, দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকুসিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে ক্বিয়াম ও রুকূ'সিজদাহ্ করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে ক্বিয়াম ও রুকূ'সিজদাহ্ করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে, এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে ক্বিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাহ্ও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহ্হুদ বৈঠক আকারে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাহ্ও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়।

চলবে...

মনসুর আলি খাঁন ফেরাদুন জাঁ– বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাব

ফারুক আব্দুল্লাহ

১৮৩৮ সালের ৪ অক্টোবার বৃহস্পতিবার বন্যার বদ্ধ জলে ডোবা পুতিগন্ধময় মুর্শিদাবাদ নগরীতে হঠাৎ করেই মারা গেলেন মাত্র ২৯ বছর বয়স্ক নবাব মোবারক আলি খাঁন হুমায়ুন জাঁ। নবাবের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ থেকে নবাবের বয়স অনুযায়ি ২৯বার তোপ দেগে কামানের মুখ অবনত রাখা হয়। অন্যদিকে রাজকীয় মর্যাদায় মুর্শিদাবাদে নবাবদের পারিবারিক সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করা হয় তরুন নবাবকে। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার প্রথম পুত্র মনসুর আলি খাঁনের বয়স মাত্র ৮ বছর। কিন্ত নাজাফি বংশের নিয়ম অনুযায়ী নবাব বাহাদুরের প্রথম পুত্রই হবে পরবর্তী নবাব পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই মাত্র ৮ বছরের শিশুকেই বাংলা,বিহার,উড়িষ্যার মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।



১৮৩৮সালের ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার বেলা ১০ টায় শুরু হয় মনসুর আলি খাঁনের অভিষেক অনুষ্ঠান। এতে দেশবিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ব্রিটিশ আধিকারিকদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে মহতী করে তোলে। অনুষ্ঠানের পর অতিথিদের জন্য শাহী ভূরিভোজের আয়োজন ছিল। অন্যদিকে বালক মুনসুর আলি খাঁন নতুন পরিচয় পেলেন বাংলা, বিহার উড়িষ্যার নবাব হিসেবে। নবাবের উপাধি হল, ‘নবাব নাজিম’, ‘মুনতিজামউলমুলক’, ‘মহসিনউদদৌলা’, ‘ফেরাদুন জাঁ’, ‘সৈয়দ মুনসুর আলি খাঁন বাহাদুর’, ‘নাসরত জং’। পরিবারের প্রথা অনুযায়ী সেই দিনই নবাবের মা রাইসউননিশা বেগম পুত্রের নবাব হওয়ার আনন্দে দরিদ্র জনগণকে উদার হস্তে দান করেন। বহু অপরাধীও মুক্তিও পায় এই খুশীতে।

মনসুর আলি নবাব হলেও তিনি নাবালক। তার বয়স খেলাধুলা ও শিক্ষাগ্রহণের। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে আজ এই নাবালককেই নবাবের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ফলে নবাবের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য শিক্ষকের খোঁজ শুরু হয়। অনেক খোঁজার পর পাওয়া যায় মিষ্টার শোয়ারস নামের একজন যোগ্য ব্রিটিশ যুবককে। নবাবের পরিবার থেকে এই যুবককেই নবাবের শিক্ষক এবং অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

মনসুর আলির খাঁন ফেরাদুন জাঁ পায় এক নতুন জীবন। একদিকে নবাবী অন্যদিকে পড়াশোনা। নবাব মনসুর আলি খাঁন ছোটবেলা থেকেই তার মেধার পরিচয় দিতে থাকেন,এবং পড়াশোনার প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচুর বই সংগ্রহ করে পড়শোনা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত বইগুলি দিয়েই নিজামত প্রাসাদে(বর্তমান হাজারদুয়ারী)একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। যা ধীরে ধীরে আরও সমৃদ্ধ হয়।

এই ভাবেই বেশ কয়েকটি বছর পার হয়ে যায়। নাবালক নাবাব পরিণত হয় কিশোরে। এর মধ্যেই নবাবের বিয়ের ধুম পড়ে যায়। নবাবের বিয়ে হয় শামশইজাহান বেগম বা মেহেরউননিশা বেগম সাহেবার সাথে। নবাবকে বিয়ে করে তিনি ‘গদ্দীনাসিন বেগম’ এর পদ লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে নবাব মনসুর আলি খাঁন ফেরাদুন জাঁ প্রচুর বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবাবের মুখ্য পত্নী ছিলেন ৬ জন। নবাবের অন্যান্য পত্নীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, মালিকাউজজামানি বেগম সাহেবা,মেহের লেখা বেগম সাহেবা,শাহউননিশা এবং শামশউননিশা বেগম সাহেবা প্রমুখেরা।

সব কিছু ভালোই চলছিলো। কিন্তু ১৮৪২ সালে একদিন হঠাৎ করেই একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। নবাব পরিবারের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাবেলায় আয়োজিত আতসবাজির আগুনে ইমামবাড়ার একটি অংশ পুড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ল। এই ঘটনার ঠিক ৪বছর পর ১৮৪৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মধ্যরাতে ইউরোপীয়ানদের পার্টি চলছিল ইমামবাড়ার পাশে। পার্টি চলাকালীন সময়ে সেখান থেকে অসাবধানতা বসত আগুন এসে ইমামবাড়ার বাকি অংশে ধরে গেলে এবার সম্পূর্ণ ইমামবাড়াটি পুড়ে ধ্বংশ হয়ে যায়। সেই সাথেই নষ্ট হয়ে যায় ইমামবাড়াতে থাকা সমস্ত দলিল দস্তাবেজ সহ বহু মূল্যবান কাগজপত্র।

ইমামবাড়া ধ্বংশ হয়ে যাওয়ায় ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান সম্পাদনে সমস্যা দেখা দিলে নবাব ফেরাদুন জাঁ ১৮৪৮সালে নতুন ইমামবাড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং ইমামবাড়া নিমার্ণের পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয় দেওয়ান নিজামত সৈয়দ সাদিক আলি খাঁনকে। অবশেষে মাত্র ছয় সাত মাসের মধ্যেই সাদিক আলি খাঁন প্রায় ছয় লক্ষ টাকায় সম্পূর্ণ করেন বর্তমানের সুরম্য ইমামবাড়াটি। নবাব ফেরাদুন জাঁ এই নির্মাণকার্যে এতটাই খুশি হন যে নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত ছোট বড় প্রত্যেকটি মিস্ত্রিকে উপহার হিসেবে একটি করে বহুমূল্য শাল প্রদান করেন।

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে নানান উৎসব আয়োজিত হত নবাবদের পৃষ্টপোষকতায়। নবাব ফেরাদুন জাঁ প্রতি বছর বেরা, মহরম, নাওরোজ প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলি অত্যন্ত জাঁকজমকতার সাথে পালন করে আসছিলেন তার পূর্বসূরিদের মতোই। বেরা উৎসবের দিন নবাবের দরবারে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতেন। সেই তালিকায় ছিল বহু রাজা, জমিদার সহ বড় ,বড় বণিক ,মহাজন, গর্ভণর জেনারেল,মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সহ ইংরেজ সেনা আধিকারিক ও বহু উচ্চ পদস্থ অফিসাররা।

নবাব ফেরাদুন জাঁ এই দিন বিকেলে মণিমুক্ত খচিত পোষাকে দরবারে বসতেন এবং অতিথিদের নজরানা গ্রহন করে দরবার শুরু করতেন। বেরা উৎসব শেষ করে নবাব অতিথিদের নিয়ে খেতে বসতেন মধ্য রাত্রে।

মহরমের সময় দেশ বিদেশের বহু মানুষ মাতমে (শোক উৎসব) অংশ নিতে মুর্শিদাবাদ নগরীতে আসত। নবাব মনসুর আলি খাঁন মহরমের ১০দিন ইমামবাড়ায় আগত সমস্ত অতিথিদের ভরনপোষনের দায়িত্ব নিতেন প্রতিবছর। নবাবের আদেশে অতিথিদের জন্য খোলা হতো শাহী লঙ্গরখানা। তাতে পরিবেশন করা হত শাহী নবাবী বিরিয়ানী। নাওরোজ এবং ঈদউলফিতর ও ঈদউলঅযহাতেও তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন।

বেশ ভালোই চলছিল সব কিছু। কিন্তু ১৮৫৩ সালে হঠাৎ করেই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যায়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ধাপে ধাপে নবাবের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশে নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করতে থাকে। নতুন আইন অনুযায়ী কোন চুক্তি পত্রে নবাবের স্বাক্ষর করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ঠিক এর পরের বছর বলা হয় যে,নবাব নাজিম এতদিন পর্যন্ত যে সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছিলেন তা বাতিল করা হবে। বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা বৃত্তির মধ্যে নবাব নিজে পেতেন সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু নতুন আইনে স্থির হয় যে গভর্নর জেনারেল ইচ্ছে করলেই নবাবের বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারবেন। সেই সঙ্গে নবাবের সম্মানার্থে এতদিন যে ১৯বার তোপধ্বনির ব্যাবস্থা প্রচলিত ছিল সেটিও কমিয়ে আনা হয় মাত্র ১৩টিতে। যা ছিল নবাবের কাছে ভীষণ অপমানের। কিন্তু তিনি তা মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়াও পূর্বে কেল্লা নিজামতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করে নেয় কোম্পানি সরকার। সম্ভাবত নিজামতের সম্মানহানি করার উদ্দেশেই এই সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

এদিকে ১৮৫৩ সালে রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব নবাবের দেওয়ান হিসেবে কাজে যোগ দেন। এই বিচক্ষণ দেওয়ানের দক্ষতায় প্রায় ৮ বছর নবাবী সংক্রান্ত বিষয়গুলি সুষ্ঠ ভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। অন্যদিকে দেওয়ান প্রসন্ন নারায়ণ দেব কোম্পানির সাথে নবাবের বিরোধও অনেকটাই কমিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু এর মাঝেই হাকীম আব্দুল হোসেন নামক এক ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের দরবারী চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সমস্যা তৈরি করে বসেন। এই নতুন চিকিৎসকের সাথে নতুন দেওয়ানের সম্পর্ক ভালো ছিলনা। ফলে হাকীম আব্দুল হোসেন রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের বিরুদ্ধে নবাবের কাছে নালিশ জানালে নবাব দেওয়ানকে ভুল বুঝে বরখাস্ত করেন। ফলে কোম্পানির সাথে নবাবের সম্পর্ক আবার তিক্ত হয়ে ওঠে।

১৮৫৭ সালে নবাব ফেরাদুন জাঁ'র সময়কালেই শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহরমপুর ব্যারাকের একদল দেশীয় সেপায় ব্রিটিশদের অত্যাচার অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে বহু শাসক বিদ্রোহীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও এই বিদ্রোহ দমনে নবাব মনসুর আলি খাঁন ফেরাদুন জাঁ কিন্তু তার সর্বস্ব দিয়ে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিলেন শুধুমাত্র তাদের অনুগ্রহ লাভের আশায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের এই সহযোগিতায় মুগ্ধ হয়ে তার তোপধ্বনির মর্যাদা পুনরায় বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর নবাব কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে পুনরায় বিবাদে জড়িয়ে পড়েন নিজামত ফান্ডের অধিকার নিয়ে। মুন্নি বেগমের সাথে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের খুব খাতির ছিল। তারা বেগমকে খুব শ্রদ্ধাও করতো। মুন্নি বেগম মাসে বারো হাজার টাকা পেনশন পেতেন। ১৮১২ সালের এপ্রিল মাসে তার মৃত্যু হলে কোম্পানি সরকার কয়েক বছর বেগমের পেনশনের টাকা জমিয়ে সাত লক্ষ টাকার একটি ফান্ড খোলেন। এটাই নিজামত ফান্ড হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে নিজামত পরিবারের পেনশনভোগী সদস্যর মৃত্যু হলে তার পেনশনের টাকাও নিজামত ফাণ্ডে জমা হত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর এক আইনে নিজামত ফান্ডের ওপর নবাবের সমস্ত অধিকার লোপ করা হল। অন্যদিকে বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকার মধ্যে নবাবের প্রাপ্য বাদে প্রশাসনের খরচ বাবদ যে নয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল অধিকাংশ সময় তার পুরোটা খরচ হতোনা। এই বেঁচে যাওয়া অর্থের ওপর নবাব তার অধিকার দাবী করলে ইংরেজ সরকার তা বাতিল করে দেয়। ফলে নবাবের সাথে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। এদিকে মাত্র বার্ষিক সাত লক্ষ টাকায় নবাবের নবাবীয়ানা বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়লে নবাব দেনাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ফলে নবাব নিজের অর্থনীতিক দূরাবস্থার কথা জানিয়ে এবং আয় ও ব্যায়ের হিসেব দেখিয়ে গর্ভণর জেনারেলকে নিয়মিত চিঠি লিখেও সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

অন্যদিকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেয় যে নবাবের আবেদন মেনে নেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়ে নবাব সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি সুবিচারের অশায় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে যাবেন। এই ইচ্ছে নবাবের নতুন নয়, এর আগেও বেশ কিছু ঝামেলায় পড়ে নবাব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু নবাবের তৎকালীন দেওয়ান প্রসন্ন নারায়ণ দেব নবাবকে নিষেধ করেছিলেন এই বিষয়ে। তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে এতে কাজের কাজ কিছুই হবেনা, অন্যদিকে নবাবের প্রতি কোম্পানি অরোও ক্ষুব্ধ হবে। কিন্ত নবাবের সেক্রেটারি ফক্স সাহেব নবাবকে বোঝান যে একমাত্র পার্লামেন্টই পারে নবাবের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে নবাবকে সুবিচার দিতে। কারণ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে। একথায় নবাব পুনরায় উৎসাহিত হয়ে পড়েন ইংল্যান্ড যাবার জন্য।

১৮৬৯ সালে জাহাজ ভাড়া করা হল। সপারিষধ নবাব পাড়ি দিলেন লন্ডনের শহরের উদ্দেশ্যে।

এরপর চারের পাতায়

‘ভালো বন্ধু’ হারাতে পারে আমেরিকাঃ এরদোগান



মিযান ডেস্কঃ আমেরিকা যদি তুরস্ককে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করে, তবে ওয়াশিংটন তার অত্যন্ত ভালো এক বন্ধুকে হারাতে পারে। এভাবেই আমেরিকাকে সতর্ক করলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাতের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে গত মঙ্গলবার এরদোয়ানের পক্ষ থেকে এমন সতর্কীকরণ মন্তব্য এল। ১৪ জুন ব্রাসেলসে সামরিক জোট ন্যাটোর সম্মেলনের ফাঁকে বাইডেন ও এরদোগান বৈঠকে মিলিত হবার কথা। এই দুই নেতার মধ্যে এটিই সম্ভাব্য প্রথম বৈঠক। ন্যাটোর দুই সদস্য দেশ আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কে এক ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে। বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কে আরও অবনতি হয়। বিশেষ করে তুরস্কের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বাইডেন প্রশ্ন তোলার কারণে তার প্রভাব তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পড়েছে।

বাইডেন ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বনেতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। কিন্তু তিনি এরদোয়ানের সঙ্গে দীর্ঘ তিনমাস পর ফোনে কথা বলেন।

সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস হামলার ইস্যুতে বাইডেনকে আক্রমণ করেন এরদোগান। ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে বাইডেন তাঁর হাত রক্তাক্ত করেছেন বলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন। বাইডেনের উদ্দেশে এরদোগান বলেন, ‘আপনি আপনার রক্তাক্ত হাত দিয়ে ইতিহাস লিখছেন।’

সে সময় বাইডেনের উদ্দেশে এরদোগান আরও বলেন, ‘এ কথা বলতে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন। কারণ, আমরা এ নিয়ে আর চুপ থাকতে পারি না।’



এসআইও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল রাজারহাট বিষ্ণুপুর ব্লকের বিডিও রিশিকা দাস মহাশয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করে এবং সারা রাজ্যজুড়ে চলমান পরিবেশ সচেতনতা প্রচারাভিযান বিষয়ে তাঁকে অবগত করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ সংগঠনের মুখপত্র যুব প্রত্যাশা এবং দুইটি গাছ উপহার দেওয়া হয়। তিনি এই উপহার ও প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন এসআইও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষাঙ্গন সম্পাদক জুবাইর আহমেদ শাহ এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ বছর মাত্র ৪০০-৬৬০ জন পেতে পারেন হজের সুযোগ

মিযান ডেস্কঃ এবছর হজযাত্রীদের সংখ্যা সৌদি আরব সরকার কমিয়ে দিয়েছে করোনা সংক্রমণের জন্য। গত বছর বিদেশিদের জন্য হজে যাওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া না হলেও এ বছর সারা বিশ্ব জুড়ে মাত্র ৬০ হাজার জনকে হজে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ১৫ হাজার সৌদি প্রবাসী। যেহেতু সারা বিশ্বজুড়ে হজযাত্রীদের সংখ্যা সঙ্কুচিত করা হয়েছে, তাই হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া বা কেন্দ্রীয় হজ কমিটি মনে করছে ভারত থেকে মাত্র ৫ হাজার জন এ বছর হজে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। সেই হারে রাজ্যগুলি থেকে হজে যাওয়ার সংখ্যাও কম হবে। তবে, মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ নাদিমুল হক হজ সম্পর্কিত ওয়েবিনার করার পর এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, এ বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র ৪০০-৬০০ জন হজে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

এদিন রাজ্য হজ কমিটি আয়োজিত হজ সম্পর্কিত ওয়েবিনারে অংশ নেন রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান নাদিমুল হক রাজ্য হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মাইনোরিটি ফিনান্স কর্পোরেশনের জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ নকি, রাজ্য হজ কমিটির সদস্য পীরজাদা আলহাজ্ব রাকিবুল আজিজ, হুমায়ুন আলি মির্জা, ফজলুল রহমান, শেখ মোঃ হামিদ হোসেন, হজ আধিকারিক সৈয়দ নায়ার হাশমি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফারহাদ প্রমুখ। এদিনের ওয়েবিনারে সৌদি আরব সরকারের হজ ও ওয়াকফ মন্ত্রকের ভারতীয়দের হজ কোটা নিয়ে আলোচনা হয়।

সৌদি সরকার হজ সম্পর্কিত যে নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় হজ কমিটি পেয়েছে তা নিয়েই মূলত এদিনের আলোচনার বিষয়।

এই ওয়েবিনারের পর রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান নাদিমুল হক এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, করোনার কারণে ২০২০ সালের হজে শুধু সৌদিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল স্বল্প পরিসরে। তবে এবার বিশ্বজুড়ে সৌদি সরকার ৬০ হাজার জনকে হজে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রথমে হজের আবেদনপত্র ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সিদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন ৬০ বছরের বেশি বয়সিরা হজে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন না। ২০২১ সালে ১ আগস্ট পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ এর মধ্যে তারাই কেবল আবেদনের সুযোগ পাবেন। তাছাড়া, আবেদনকারীদের গত ছ মাসে হাসপাতালে ভর্তি থাকার কোনও ঘটনা থাকা চলবে না। এ ব্যাপারে হজ কমিটি স্বতন্ত্র সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

আর যারা হজে যাওয়ার আবেদন করবেন তাদেরকে হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। তাদেরকে ঈদুল ফিতরের আগে অবশ্য করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেওয়া থাকতে হবে। আর সৌদি পৌঁছনোর ১৪দিন আগে করোনা ভ্যাকসিনের পুরো ডোজ নিতে হবে। হজযাত্রীদের জন্য কোভিশিল্ড অনুমোদিত বলেও জানানো হয়। এছাড়া আরও বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় হজ কমিটির ওয়েবসাইট মারফত ও এসএমএম মারফত জানা যেতে পারে।



“ প্রথমে হজের আবেদনপত্র ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সিদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন ৬০ বছরের বেশি বয়সিরা হজে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন না। ২০২১ সালে ১ আগস্ট পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ এর মধ্যে তারাই কেবল আবেদনের সুযোগ পাবেন। তাছাড়া, আবেদনকারীদের গত ছ মাসে হাসপাতালে ভর্তি থাকার কোনও ঘটনা থাকা চলবে না। এ ব্যাপারে হজ কমিটি স্বতন্ত্র সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

টাকা ফেরত দেবেন ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী!

মিযান ডেস্কঃ এমনটাও হয়! প্রাতঃরাশের জন্য ব্যয় হওয়া সরকারি কোষাগারের টাকা ফেরত দেবেন একিটি দেশের প্রধানমন্ত্রী!

বিভিন্ন দেশের রাজনীতির চিত্র ভিন্ন ভিন্ন রকম, রাজনীতির নেতারাও একরকম নন। এ ক্ষেত্রে বৈচিত্র এনে দিয়েছে জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিচরিত্র। রাজনীতির ভয়ংকর সব চিত্র এখন বেশ খোলামেলা। তাই সাধারণ মানুষ যে শুধু রাজনীতিকদের ভয় করেন তা নয়, এড়িয়ে চলেন রাজনীতিকেও। তবে সেটা সমাজ, রাস্ট্র এবং সভ্যতার জন্য ভালো নয় মোটেও।

তবে বিশ্বরাজনীতিতে ভয়ংকর সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে কখনো কখনো হৃদয়হরণকারী কোমল বিষয়ও সামনে আসে। না হলে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রাতঃরাশের বিল নিয়েও কি তদন্ত হতে পারে? ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিনের প্রাতঃরাশের বিল খতিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছে সেখানকার পুলিশ। প্রধানমন্ত্রী জনগণের করের টাকা থেকে অবৈধভাবে নিজের প্রাতঃরাশের জন্য ভর্তুকি নিচ্ছেন কিনা, তা তদন্ত করা হবে। গত মঙ্গলবার একটি ট্যাবলয়েড এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে দাবি



করা হয়, প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন সরকারি বাসভবন কেসারান্টায় থাকলেও নিজ পরিবারের সকালের নাশতার জন্য প্রতিমাসে ৩৬৫ ডলার বিল নিচ্ছেন। এ নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন ৩৫ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী সানা। তাঁর মতে, আগের প্রধানমন্ত্রীরাও এমন সুবিধা পেয়ে এসেছেন। টুইটারে সানা লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি এই সুবিধা চাইনি কিংবা এ বিষয়ক সিদ্ধান্তে আমি জড়িত ছিলাম না’।

এদিকে পুলিশ বলছে, ‘তদন্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। কোনোভাবেই প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সরকারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়ানো হবে না বিষয়টি।’ আর পুলিশের তদন্ত করার ঘোষণাকে টুইটারে স্বাগত জানিয়েছেন ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

চিন্তা করার মত বিষয়। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রাতঃরাশের বিল নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। বিলের পরিমাণ হলো মাসে ৩৬৫ ডলার। কিন্তু এখানে জনগণের ট্যাক্সের টাকা অবৈধভাবে খরচ হচ্ছে কিনা সেটাই হলো মুখ্য বিষয়। এখানে পত্রিকা স্বাধীন, পুলিশ স্বাধীন, স্বাধীন তদন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও। একেই বোধহয় বলা যায় সুশাসন। তবে এখানে বলার মত বিষয় হলো, সুশাসনের কথা সবাই বললেও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তার নজির খুব কমই দেখা যায়। তাই ফিনল্যান্ড ধন্যবাদ পেতেই পারে।

মেডিক্যাল ট্রেনিং ক্যাম্প



মিযান ডেস্কঃ কোভিড টাস্ক ফোর্স এর স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের নিয়ে একদিনের মেডিক্যাল ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের এম.এম মডেল স্কুলে। এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা তানভীর আহমেদ, ডা সামিউল হক, জামাআতে ইসলামী হিন্দের আমিরে হালকা মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, এসআইও'র রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ প্রমুখ।

ত্রাণে দুর্নীতি, কয়লা বা গরু পাচারে নাম উঠলে কড়া ব্যবস্থা, নেতাদের সতর্ক বার্তা তৃণমূলনেত্রী মমতার

মিযান ডেস্কঃ এবার আর কোনওরকম দুর্নীতি তিনি সহ্য করবেন না। মানুষ তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে। তিনি সুশাসন দিতে চান। এদিন তা স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। 'দুয়ারে ত্রাণ' কর্মসূচি নিয়ে কোনও রকম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। শনিবার তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠকে নেতামন্ত্রীদের কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে সতর্ক করে দিলেন কয়লা, বালি বা গরু পাচার নিয়ে দলের কোনও নেতার বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ না ওঠে।



ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের জেরে দুর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্প চালু করেছে। সমস্ত জেলা প্রশাসনকে আগেই সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেছিলেন, ত্রাণ বিলি নিয়ে যেন কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব বা দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে। শনিবারের বৈঠকেও দলীয় নেতামন্ত্রীদের সে কথা আরও এক বার স্মরণ করিয়ে দিলেন মমতা।

২০২০ সালে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণ নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের কোনও কোনও স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। একের পর এক অভিযোগ শুনে বিরক্তি প্রকাশও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেস আমপানের ত্রাণ নিয়ে সরকারকে নানা ভাবে আক্রমণ করে। এ বারের বিধানসভা নির্বাচনেও আমপান পরবর্তী ত্রাণের দুর্নীতি ছিল বিরোধীদের অন্যতম বড় ইস্যু।

কয়লা, বালি, গরু পাচার নিয়েও বিরোধী দলগুলো তৃণমূলকে বার বার নিশানা করেছে। এমন অভিযোগের শিকার যাতে না হতে হয়, দলের নেতামন্ত্রীদের সে দিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। সেই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধেও যেন এমন কোনও অভিযোগ না ওঠে, সে ব্যাপারে দলের নেতামন্ত্রীদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মমতা।

আলজাজিরার সাংবাদিককে আটকের কয়েক ঘন্টা পরেই ছাড়ল ইসরাইল

মিযান ডেস্কঃ অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমের শেখ জাররাহ মহল্লায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার আরবি বিভাগের সংবাদদাতা জিভারা আলবুদাইরিকে আটক করেছে ইসরাইলি পুলিশ। শনিবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির জেরুসালেম প্রতিনিধি এই সাংবাদিককে আটক করা হয়।

পরে শনিবার রাতে জিভারা আলবুদাইরিকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তির পর আলবুদাইরি বলেন, ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ তাকে ১৫ দিন শেখ জাররাহ মহল্লায় না যাওয়ার শর্তে মুক্তি দিয়েছে।

শনিবার জিভারা আলবুদাইরি শেখ জাররাহ মহল্লায় ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখলের স্মরণে ৫৪তম নাকাসা দিবস উপলক্ষে এক বিক্ষোভ সমাবেশের সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছিলেন। ইসরাইলি পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে তার সহকর্মী ক্যামেরাম্যান নাবিল মাজায়ীর ক্যামেরা ভেঙ্গে যায়।

আলবুদাইরি বলেন, 'চারদিক থেকে তারা ঘিরে ধরে। কি কারণে জানি না তারা আমাকে দেয়ালের সাথে ধাক্কাতে থাকে।'

তিনি বলেন, 'গাড়ির ভেতরেও তারা আমাকে ভয়াবহভাবে ধাক্কাতে থাকে... তারা আমাকে সবদিক থেকেই ধাক্কাতে থাকে।'

জিভারা আলবুদাইরি ২০০০ সাল থেকে আলজাজিরায় কাজ করছেন। আটকের সময় তিনি 'প্রেস' চিহ্নিত জ্যাকেট পরেছিলেন এবং ইসরাইলি সরকারের প্রেস অফিসের সরবরাহ করা আইডি কার্ড তার সাথে ছিল।

আলবুদাইরি বলেন, তা সত্ত্বেও পুলিশ স্টেশনে তার সাথে 'অপরাধীর' মতো ব্যবহার করা হয়। তাকে তার ভারী জ্যাকেট খুলতে বা চোখ বন্ধ করতেও বাধা দেয়া হয়।

তিনি জানান, পুলিশ তার বিরদ্ধে এক নারী সৈন্যকে ধাক্কা দেয়ার অভিযোগ আনে। তবে তিনি তা অস্বীকার করেন।



> শনিবার জিভারা আলবুদাইরি শেখ জাররাহ মহল্লায় ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখলের স্মরণে ৫৪তম নাকাসা দিবস উপলক্ষে এক বিক্ষোভ সমাবেশের সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছিলেন। ইসরাইলি পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে তার সহকর্মী ক্যামেরাম্যান নাবিল মাজায়ীর ক্যামেরা ভেঙ্গে যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে দায়িত্ব পালনকারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ইসরাইলি পুলিশ ও সামরিক বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে আসছে। রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডারসের তথ্য অনুসারে, সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে অন্তত ১৪ জন সাংবাদিককে ইসরাইলি বাহিনী আটক করে।

গত সপ্তাহে শেখ জাররাহ মহল্লায় দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় সাংবাদিক জিনা হালাওয়ানি ও তার ক্যামেরাম্যান ওয়াহাব মাক্কিয়েকে আটক করা হয়। পরে ৩০ দিনের গৃহবন্দীত্বের আদেশ দিয়ে তাদের জামিন দেয়া হয়।

এর আগে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক আগ্রাসন চলাকালীন ১৫ মে সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা ও বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটে প্রেস (এপি) সহ আরো কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের অফিস থাকা গাজার মিডিয়া ভবন হিসেবে পরিচিত 'আলজালা টাওয়ার' বোমা বর্ষণে ধ্বংস করে ইসরাইলি বিমান। এছাড়া ইসরাইলি হামলায় স্থানীয় বেশ কয়েক জন সাংবাদিক আহতও হয়েছেন।

গত ২৫ এপ্রিল ইসরাইলি আদালতে জেরুসালেমের শেখ জাররাহ মহল্লা থেকে ছয় ফিলিস্তিনি পরিবারকে উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্য আদেশ দেয়া হয়। এই আদেশের জেরে পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের ধারাবাহিকতায় ইসরাইলি বাহিনী মসজিদুল আকসায় মুসল্লিদের ওপর হামলা করে এবং অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আগ্রাসন চালায়। ১০ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত গাজায় টানা ১১ দিনের আগ্রাসনে মোট ২৫৪ জন নিহত হন। অপরদিকে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের ওপর ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় ২৫ জনের বেশি নিহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভের জেরে শেখ জাররাহ মহল্লা থেকে উচ্ছেদের আদেশ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। অপরদিকে ফিলিস্তিনিরা এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করেছেন।

মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী ছাতাই হাটের সেকাল একাল



ইসরাইল সেখ

মানব জীবনে বেঁচে থাকার জন্য হাট বাজারের অবশ্যই প্রয়োজন। যেখান থেকে মানুষজন সংগ্রহ করে থাকে নানা রকমের খাদ্য দ্রব্য ও পোষাক পরিধান। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হাট বসার ঘটনা নতুন কথা নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এইরূপ এক বহু পুরনো হাটের হদিশ মিলেছে মুর্শিদাবাদ জেলার রানীতলা থানার ছাতাই গ্রামে। যা ছাতাই হাট নামে পরিচিত।

ছাতাই হাটের ইতিহাস বহু পুরনো। কথিত আছে যে ছাতাই এর হাট একশো বছরেরও অধিক পুরনো। দূর দূরন্ত থেকে মানুষ জন এই হাটে ভির জমাতো। ছাতাই গ্রামের চতুরপার্শের মানুষ পন্য বিক্রি করা থেকে শুরু করে পন্য দ্রব্য কিনতে সপ্তাহে একটি দিন বৃহস্পতিবার এসে হাজির হতো। সকল ৮ থেকে এই হাট শুরু হয়ে প্রায় সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত চলতে থাকতো। কলি বাবু নামক ব্যক্তির ১২ থেকে প্রায় ১৫ বিঘা জায়গা নিয়ে এই হাট গড়ে ওঠে।

ছাতাই হাটে খাদ্য দ্রব্য হিসেবে ধান চাল গম মুদিখানার জিনিস পত্র মিষ্টি মাছ শাক সবজি আলু পটল বেগুন ইত্যাদি বিক্রি হতো। এছাড়াও পোড়ামাটির বাসন পত্র যেমন হাড়ি কলসি ঘড়া তাওয়া কাতারি প্রভৃতি জিনিস পত্র পাওয়া যেতো। পোষাক পরিচ্ছদ হিসেবে শাড়ি লুঙ্গি ধুতি পাঞ্জাবী থেকে নানারকমের কাপড় হাটে বিক্রি হতো। তাছাড়া নাপিত ও কামারশালা বসতো এবং গরু ছাগল ভেড়া নানা ধরনের পশুপাখি বিক্রি হতো।

বর্তমান অবস্থায় ছাতাই হাটের গুরুত্ব অনেক টাই কমে গেছে।খাদ্য দ্রব্য আলু পটল শাকসবজি মিষ্টি পাওয়া গেলেও হারিয়ে গেছে নারী চাল বিক্রেতা, হাটে বসে ধান বিক্রেতা ,পোষাক পরিচ্ছদ ও পোড়ামাটির জিনিস পত্র। হাটের পরিধিও অনেকটাই কমে বিঘা তিনেক জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সর্বপরি প্রায় প্রত্যেক টি জায়গায় খাদ্য ও পন্য দ্রব্য পাওয়ায় হাটের গুরুত্ব দিনদিন কমে যাচ্ছে।



১ লক্ষ বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২৮ শে মে থেকে ৬ই জুন,২০২১ পর্যন্ত এসআইও পশ্চিমবঙ্গ শাখার পরিবেশ সচেতনতা প্রচারাভিযান চলছে। এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ গাছের চারা উপহার দিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি তথা এসআইও পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেবকে।

কোম্পানী / ট্রাস্ট / NGO রেজিস্ট্রেশন

কোম্পানী, পার্টনারশিপ ফার্ম, চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, সোসাইটি, নিজামীয়া মাদ্রাসা, মিশন, NGO ক্লাব, ড্রাগ লাইসেন্স, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, PAN, IT, Trade Mark, Logo, ISO, 12A/80G ইত্যাদি রেজিস্টেশন/ অডিট/ রিনিউয়্যাল দায়িত্ব সহকারে করে থাকি।

J. K. CONSULTANT

Mobile: 9836964060/9163386920

E-mail : jkccalg98@gmail.com

প্রতি ইং মাসের প্রথম শনিবার শিলিগুড়ি, রবিবার কিশানগঞ্জ

পুনঃ প্রকাশিত হল
উর্দূ সীখো (প্রথম খণ্ড)
নিযামুদ্দিন মোল্লা ৪৫ টাকা
প্রাপ্তিস্থান ঃ ইসলামিক বুক সেন্টার

MIJAN

6 June 2021

R.N.I. REGISTERED No. 30196/1991
Postal Registration No.
KOL RMS / 281 /2013-2015
Phone : 2249 0987, Fax: 2246 1482
Email: mizanweekly@gmail.com



বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্টের পক্ষে সেখ নাসিম আলী কর্তৃক ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক এল. এস. পাবলিকেশন্স প্রা. লি., ৪, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-১৫ হইতে মুদ্রিত। **সম্পাদক : সেখ মুসিয়ার রহমান**

Publisher & Printer Sk Nasim Ali on behalf of Bangla Islami Prakashani Trust, 27B Lenin Sarani, Kol-13. Printed from LS Publications Pvt. Ltd., 4 Cannel West Road, Kol-15. **Editor: Sk Mushiar Rahaman**